জীবনের অনুভূতি

(JIBONER ANUBHUTI)

BlueRose ONE.com
Stories Matter
NewDelhi • London

BLUEROSE PUBLISHERS
India | U.K.

Copyright © Samiran Chowdhury 2026

All rights reserved by author. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the author. Although every precaution has been taken to verify the accuracy of the information contained herein, the publisher assumes no responsibility for any errors or omissions. No liability is assumed for damages that may result from the use of information contained within.

BlueRose Publishers takes no responsibility for any damages, losses, or liabilities that may arise from the use or misuse of the information, products, or services provided in this publication.

BlueRose ONE.com
Stories Matter
NewDelhi • London

For permissions requests or inquiries regarding this publication, please contact:

BLUEROSE PUBLISHERS
www.BlueRoseONE.com
info@bluerosepublishers.com
+91 8882 898 898
+4407342408967

ISBN: 978-93-7825-319-5

Cover Design: Ajay Dhyani

First Edition: May 2026

সূচীপত্র:-

লেখকের প্রতিবেদন........ 1
ভগবান শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ (১)........ 4
ভগবান শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ (২)........ 6
ভক্তি ও ভগবান........ 8
ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস........ 9
সর্ব শক্তি স্বরুপিনী মা সারদা........ 11
জগজ্জননী মা সারদা........ 13
জয় মা........ 14
জয় গুরুদেব স্বামী ভূতেশানন্দ মহারাজজি কি জয়........ 15
স্বামীজি স্মরণে (১ম পর্ব)........ 17
স্বামীজি স্মরণে (২য় পর্ব)........ 20
স্বামীজি স্মরণে (৩য় পর্ব)........ 24
স্বামীজি স্মরণে (৪র্থ ও শেষ পর্ব)........ 28
মা দুর্গা........ 33
রাবণের সীতা হরণ........ 38
লোকনাথ ব্রহ্মচারীর........ 42
"মা"........ 45
জীবনের স্রোতে ভাসা........ 47
জীবনের ভেলাখানি........ 48
জীবনের অনুভূতি........ 51
জীবনের গতি........ 52
অতীত........ 53
পথহারা এক পথিক........ 54
বঙ্গ মায়ের কোল (১)........ 56
বঙ্গমায়ের কোল (২)........ 59
বঙ্গ মায়ের কোল (৩)........ 61
নারী (১)........ 64
নারী (২)........ 67
নারী (৩)........ 69

স্নেহের প্রতিদান 72
-- ভা -- লো -- বা -- সা -- 76
শরৎ কাল.. 80
ঋতুরাজ বসন্ত 82
নদীর আত্মকথা.. 84
প্রকৃতির রুদ্র রূপ (১)... 88
প্রকৃতির রুদ্র রূপ (২)... 89
প্রকৃতির রুদ্র রূপ (৩) 91
বৃষ্টি... 93
বিদ্রোহী 95
প্রকৃতি.. 97
অকাল বোধন.. 100
যুদ্ধ... 103
ভিখারি 105
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস... 106
দার্জিলিং 108

লেখকের প্রতিবেদন

আমার ব্যক্তিগত জীবনের একটু আলোচনা না করিলেই নয়। আমার জন্ম ১৯৩৬ সালে চট্টগ্রামের অন্তর্গত সাতকানিয়া থানার ধর্মপুর গ্রামে। এককালের প্রভাবশালী এক জমিদার পরিবারে। স্বাধীনতার পর চট্টগ্রাম পূর্ব পাকিস্তানের অংশ ছিল, অধুনা বাংলাদেশের।
শৈশবেই আমার পিতার মৃত্যু হয়। তার পর পরই আমার দুই দাদা মারা যান। আমরা ছয় ভাই বোনের মধ্যে আমি সর্ব কনিষ্ঠ। আমার পিতা ও দুই দাদার মৃত্যুর পর আর্থিক সচ্ছলতা আমাদের ছিল না। আমার মা একজন সাত্ত্বিক ও ধৈর্য্যশীলা মহিলা ছিলেন। তাঁরই ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও আমার পড়াশুনা চলতে থাকে। বলাবাহুল্য আমি অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র হিসাবে স্কুলের শিক্ষক মহাশয়দের সাহায্য ও সহায়তা পেতে থাকি।
যাই হোক, আমি ১৯৫৪ সালে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। তারপরে নিজের প্রচেষ্টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.কম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। কলেজ জীবনে আমি ছোট ছোট কবিতা ও গল্প লিখতে থাকি।
এর পরে আমি চাকরির প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৯৫৮ সালে 'Pakistan Tobacco Company' র Costing Department এ চাকরি পাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত রাজনৈতিক কারণে আমি আমার মাকে নিয়ে ১৯৬২ সালে কলিকাতায় (ভারতে) চলে আসি। তার পরের অধ্যায় সংগ্রাম। প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সংগ্রাম। সেই সংগ্রামে আমার কবিতা বা গল্প লেখার সুপ্ত প্রতিভা অতল গহ্বরে হারিয়ে যায়।
ভালো চাকরি অধরা রয়ে গেল। তাই ব্যবসা।
মায়ের ইচ্ছা তে ১৯৬৫ সালে বিয়ে।
তারপর সংসার নিয়ে জড়িয়ে যাই।
প্রথমে মেয়ে তারপর ছেলে। তাদের পড়াশুনা ইত্যাদি বিষয় আমার স্ত্রীর হাতেই ছিল। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। তাঁর পরিচালনায় ছেলেমেয়েরা মানুষ হয়।
যাই হোক, তারা এখন সবাই সুপ্রতিষ্ঠিত। আমার মা ও প্রয়াত হোন ১৯৯২ সালে ৯৫বছর বয়সে।
এই হলো আমার দীর্ঘ জীবনের ইতিবৃত্ত।
সেই থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত আশ্চর্য্যজনক ভাবে কবিতা লেখার কথা কখনো ভাবিনি।
আমার মেয়ের অনুপ্রেরণায় "ভক্তি ও ভগবান" শীর্ষক একটি কবিতা লিখি যেটা RAM KRISHNA SEBA MISSION এর একটি ম্যাগাজিন এ স্থান পায়।
তার কয়েক মাস পরে আমার মনে হলো আমি তো কবিতা লেখার চেষ্টা করতে পারি।
তারপর ৮৯ বছর বয়েসে কবিতা লেখার ফসল আমার
কবিতা গুচ্ছ, "জীবনের অনুভূতি"।

আমি রামকৃষ্ণ মিশনের দীক্ষিত।
আমার গুরুদেব শ্রী শ্রী স্বামী ভূতেশানন্দ মহারাজ।

কিছু ভক্তিমূলক কবিতা, কিছু জীবন দর্শন ও অধিকাংশ প্রকৃতি ও অতি প্রবীণের উপলব্ধি সম্বলিত কবিতা নিয়ে আমার এই ""জীবনের অনুভূতি"।
পাঠকদের ভালো লাগলেই আমার এই প্রয়াস সার্থক হবে।
***আমি আমার এই কবিতা গুচ্ছ,
"জীবনের অনুভূতি" আমার শ্রদ্ধেয়া গর্ভধারিণী, স্বর্গীয়া স্নেহলতা চৌধুরীকে উৎসর্গ করিলাম।

সমীরণ চৌধুরী।

ভগবান শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ (১)

প্রভু, তুমি সুন্দর, তুমি মহান।
তুমি নরদেহে নারায়ণ।
তুমি সূর্যের মত ভাস্বর,
তুমি ভক্তেরে করো
আলোক দান।
প্রভু, তুমি চন্দ্রের মত
শান্ত স্নিগ্ধ দৃষ্টিনন্দন।
তুমি ভক্তের চোখে
দেবকী নন্দন।

প্রভু, আকাশের মতো
তোমার ব্যাপ্তি,
দিগন্ত থেকে দিগন্ত
জুড়ে তোমার বিস্তৃতি।
প্রভু, অশান্ত উন্মত্ত
জলরাশির মাঝে
তুমি শান্ত সমাহিত
প্রশান্ত মহাসাগর।
সুউচ্চ পর্বতের চূড়ায়
তুমি স্বয়ং কৈলাশাধিপতি
শিব শঙ্কর।

প্রভু, তুমি ঊর্ধ্বে আকাশ,
নিম্নে পাতাল,
তোমার তল
পাইনা খুঁজে।
প্রভু, তুমি যে অতলান্তিকের তল।
প্রভু, তুমি ধ্রুবতারা হয়ে
রয়েছো ভক্তের হৃদয়ে,

মুক্তির পথে রয়েছো জাগ্রত
ভক্তের তরে প্রহরী হয়ে৷

প্রভু, তোমার গুণমুগ্ধ
এই গুণহীন ভক্ত,
ক্ষমা করো প্রভু,
ভুল ভ্রান্তি যত৷
ক্ষমা করো প্রভু,
এই অজ্ঞান অধমে,
পূর্ণতা দিও প্রভু,
মিনতি শ্রীচরণে৷
প্রভু, তুমি সুন্দর, তুমি মহান,
তুমি নরদেহে নারায়ণ৷৷

ভগবান শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ (২)

প্রভু, তুমি সুন্দর, তুমি মহান,
তুমি নরদেহে নারায়ণ।
ত্রেতায় তোমার আবির্ভাব
রামচন্দ্র রূপে, বধিলে রাবণ।
দ্বাপরে তুমি নন্দ গোপাল,
বসুদেব সুত, দেবকী নন্দন।
কংস ও চাণুর করিলে নিধন।
কলির শেষে তোমার আগমন,
রামকৃষ্ণ পরমহংস রূপ ধারণ।
প্রভু তুমি সুন্দর, তুমি মহান,
তুমি নরদেহে নারায়ণ।

প্রভু, তুমি লইলে ভবতারিণীর পূজার ভার,
তুমি যে স্বয়ং বিষ্ণুর অবতার।
মা ভবতারিণী হইলেন তোমার
অতি আপন জন।
তিনি নিত্য আসেন নেমে,
করেন অন্তরঙ্গ আলাপন।
প্রভু, তুমি সুন্দর, তুমি মহান,
তুমি নরদেহে নারায়ণ।

প্রভু, তুমি যদু মল্লিকের গৃহে
যিশুর চিত্রে হইলে আকৃষ্ট,
তিন দিন তিন রাত রহিলে
ধ্যানমগ্ন খ্রিষ্টের সন্ধানে।
অতঃপর দর্শন দিলেন
স্বয়ং যিশুখ্রিষ্ট।
বুঝিলে মত ও পথ যদিও ভিন্ন,

গন্তব্যে যিশু ও কালী
এক ও অভিন্ন।
প্রভু, তুমি সুন্দর, তুমি মহান,
তুমি নরদেহে নারায়ণ।

প্রভু, তুমি সুফি সাধক ওয়াজেদ আলি খানের (পূর্ব নাম গোবিন্দ রায়) কাছে,
ইসলাম ধর্ম করিলে গ্রহণ।
পবিত্র কোরআন পাঠ আর
ইসলামের রীতিনীতি
কঠোর ভাবে করিলে পালন।
সফল হইলো তোমার
'খোদা অনুসন্ধান',
গন্তব্যে দেখিলে 'খোদা কালী যিশু'
একই আসনে বিদ্যমান।
'যত মত তত পথ'
করিলে নির্ধারণ।
প্রভু, তুমি সুন্দর, তুমি মহান,
তুমি নরদেহে নারায়ণ।।

ভক্তি ও ভগবান

রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ মুখে বার বার,
অন্তরে দেখেছো কভু প্রতিচ্ছবি তাঁর?
শ্রদ্ধা ভক্তি থাকে যদি, নিশ্চিত জেনো ভাই,
প্রেম ভক্তি রসে তুমি ভাসিবে সদাই।
সংসারে, বলেন ঠাকুর, নাই যে বারণ,
করো তুমি একসাথে 'সংসার ও সাধন'।
বন্ধনহীন কর্ম করো, হও সংযত আচরণে,
জপ ধ্যান নিত্য করো নীরবে নির্জনে।
রাম ভজ, কৃষ্ণ ভজ, ভজ রামকৃষ্ণ,
সব যে একই পরম ব্রহ্ম, নহে কেহ ভিন্ন।
' যত মত তত পথ, দেখিয়েছেন যিনি,
'অবতার বরিষ্ঠ' যে তাঁহাকেই মানি।
মা সারদার স্নেহের ছোঁয়া পেতে যদি চাও,
শ্রদ্ধা ভক্তি দিয়ে শুধু 'মা' 'মা' ডেকে যাও।
শিশু যেমন কাঁদলে 'পরে, মায়ের স্নেহ পায়,
জীবন তোমার ধন্য হবে ' মায়ের করুণায়'।।

ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস

এসো প্রভু এসো, এসো দয়াময়,
এসেছো মোর পর্ণ কুঠিরে,
না পাই খুঁজিয়া, বুঝিতে না পারি,
বসাবো কোথায় তোমারে।
আমি অভাজন, হে ভগবন,
দিয়াছি হৃদয় দুয়ার খুলিয়া।
নাই গঙ্গা জল, ধোয়াবো
পদ যুগল অশ্রু জল দিয়া।
বসাবারে প্রভু, নাই যে আসন,
রেখেছি সাজায়ে হৃদয় পদ্মাসন,
তোমারে পূজিতে, গেঁথেছি পুষ্পহার হৃদয়ে আমার,
সাজিয়ে নিও গো প্রভু অন্তর মোর,
তোমার মতন করে পরিপাটি ও সুন্দর।।

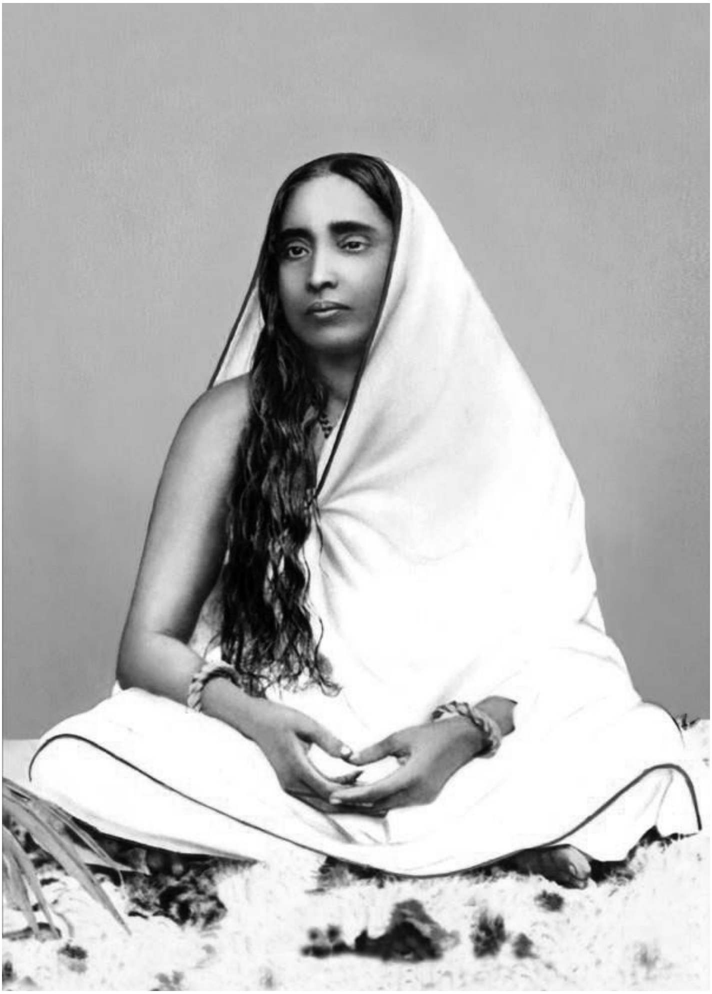

সর্ব শক্তি স্বরুপিনী মা সারদা

পরমা প্রকৃতি মাগো অভয় দায়িনী,
নররূপ ধারিণী মাগো কল্যাণ কারিণী,
মা তোমার তুলনা খুঁজে নাহি পাই,
আছো জগৎ জুড়ে তুলনা যে নাই।

ভব ভয় হারিনী
মাগো, তুমি মা কালিকা,
জগদ্ধাত্রী রুপিণী
মাগো, তুমি মা জগৎ পালিকা।

নরেনের পূজিতা "জ্যান্তদুর্গা"
স্বরূপিণী,
শিবরূপী ভগবান রামকৃষ্ণের ঘরণী,
পবিত্রতার প্রতিমূর্তি
ঠাকুরের লীলা সঙ্গিনী,
ভবের দুঃখ হরণী তুমি যে মা
দুর্গে দুর্গতি নাশিনী।

পূজেছিলেন ঠাকুর তোমায়
মা জগজ্জননী রূপে,
বিরাজিছো তাই আদ্যাশক্তি
মা মহামায়া রূপে।

তুমিই মা লক্ষ্মী, তুমি মা অন্নপূর্ণা,
ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী তুমি মা সম্পূর্ণা,
বিদ্যার দেবী তুমি মা সরস্বতী,
জ্ঞানের ভান্ডার তুমি মা ভগবতী।

তুমি মা সারদা দেবীশ্বরী,
জগজ্জননী মা জগদীশ্বরী৷
প্রণাম তোমায় প্রণাম অযুত বার,
তরাও মাগো তরাও, করো ভবসাগর পার৷৷

জগজ্জননী মা সারদা

তোমায় কি রূপে ডাকিবো,
কি সুরে বাঁধিবো,
বুঝিতে পারিনা আর।
তুমি যে অপার করুণা পাথার,
নাই যে তুলনা তোমার।
আমি গুনহীন, ভকতিবিহীন,
না পাই চরণ ছুতে,
তুমি যে অসীমে, ভাতিছো গগনে,
চন্দ্রমা পূর্ণিমাতে।
ঠাকুর যে তোমায় পূজেছিলো
মাগো জগৎ মাতৃকা রূপে,
বিরাজিছো তাই জগৎ ব্যাপি
মা জগদ্ধাত্রী রূপে।।

জয় মা

তুই তো মা জগৎ জননী,
ছেলে কি তোর জগৎ ছাড়া?
কাঁদছে যে মা দিবা নিশি,
মা মা বলে পাগলপারা৷
আয় মা ছুটে আয় মা সারু,
শুনছে না যে কথা কারু৷
আয় মা ছুটে আয় মা ত্বরা,
খ্যাতি যে তোর জগৎ জোড়া৷

জয় গুরুদেব স্বামী ভূতেশানন্দ মহারাজজি কি জয়

গুরু সহায়, গুরু তরায়,
গুরু পথ, গুরু রথ,
গুরু ধ্যান, গুরু প্রাণ,
গুরু ভক্তি, গুরু মুক্তি,
গুরু ব্রহ্ম, গুরু ধর্ম,
গুরুতে করো মন, মিলিবে অমূল্য রতন,
তরিতে ভব সাগর, গুরুকে করো সার,
অসার সংসার হতে গুরু বিনা নাহি নিস্তার।।

স্বামীজি স্মরণে (১ম পর্ব)

কলিকাতা উত্তরের এক
মধ্যবিত্ত পরিবার,
বিশ্বনাথ দত্ত মহাশয় আর
তাঁর স্ত্রী ভুবনেশ্বরী দেবীর সংসার।

১৮৬৩সালের ১২ই জানুয়ারি,
যে শিশুর জন্ম দিলেন
মাতা ভুবনেশ্বরী,
নয় সন্তানের একজন,
তিনিই 'নরেন', দেবনন্দন।

শিশুকালে শখ ছিল তার
রাম সীতা ও শিবের মূর্তি গড়ন।
কৈশোরে খেলাধুলা, পড়াশুনা আর
সঙ্গীতে ও ছিল অসাধারণ।

ষোড়শ বয়সে করিলেন এন্ট্রান্স পাশ।
ধর্ম ও দর্শন শাস্ত্রে ছিল অনুরাগ।
ঈশ্বর আছেন কিনা
জানিবারে আশ,
পরিচিত বিজ্ঞজনে
কৌতূহল প্রকাশ।

অতঃপর একদিন সহপাঠী সনে দক্ষিণেশ্বর গমন।
হইলো সেথায় রামকৃষ্ণ পরমহংসের দর্শন।

কৌতূহল বশে দ্বিতীয় বার গিয়ে সরাসরি প্রশ্ন:
" আপনি কি ঈশ্বর দেখেছেন?"

প্রত্যুত্তর অতি দ্রুত,
" হ্যাঁ, দেখেছি। দেখছি তোমাকে যেমন।"
দেখবে? বলে একটি পাদপদ্ম উত্তোলন ,
শরীর স্পর্শ করে
কিয়ৎক্ষণ বক্ষে স্থাপন।
এক আশ্চর্য্য সম্মোহন,
অবাক বিস্ময়ে অভিভূত,
শরীরে সৃষ্টি হলো এক অভাবনীয় আলোড়ন।
ধীর গতিতে বহির্গমন।।

তারপর ১৮৮১সালের নভেম্বরে
নিঃশর্ত আত্ম সমর্পণ।
এসে সরাসরি প্রণাম,
আর শিষ্যত্ব গ্রহণ।

আসা যাওয়া প্রায় প্রতিদিন
দক্ষিণেশ্বরে,
গুরু শিষ্যের দেখা না হলে,
স্মরণ তবে অন্তরে।

১৮৮৪ সাল, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও
দর্শন নিয়ে স্নাতক ডিগ্রি লাভ।
আনন্দ সইলো না বেশিদিন:-
একদিকে পিতৃবিয়োগ,
অর্থ সংকটে পুরো পরিবার।
অন্যদিকে গুরুদেব,
শ্রী শ্রী ঠাকুরের হইল ক্যান্সার।

অসুস্থতার কারণে ঠাকুর
ছাড়িলেন প্রাণের দক্ষিণেশ্বর।
শ্যামপুকুরে কিছুদিন
কাটাইয়া কাশীপুর গমন।
সব কিছুর দায়িত্বে
প্রাণের শিষ্য একমাত্র নরেন।

ঠাকুরের সেবায় ত্রুটি
নাহি হয় যাতে,
বাড়ি থেকে যাতায়াত
বন্ধ হলো সাথে সাথে।
উঠিলে বরাহনগর মঠে,
প্রধান শিষ্য হয়ে বটে।
সহ শিষ্যগণ, আনন্দে মগন,
করিলো তোমায় বরণ।

এইরূপে দীর্ঘ দুই বছর,
প্রভুর সেবাযত্ন করিলে সর্বক্ষণ,
তথাপি আসিল ১৮৮৬ সালের ১৬ই আগস্ট,
মহান অবতারের মহাপ্রয়াণ,
রামকৃষ্ণলোকে গমন।
হে অবতার শ্রেষ্ঠ,
তুমি রয়েছ হৃদয়ে সবার,
রয়েছ সর্ব জীবে আসীন।
তুমি অমর, অব্যয়, অবিনাশী,
হে প্রভু, ব্রহ্মে হয়েছ লীন।

প্রণাম তোমায় প্রণাম হে নাথ,
আশীষ করো হে দান,
তুমি মহান, তুমি মহীয়ান,
তুমিই জীবের ভগবান।।

স্বামীজি স্মরণে
(২য় পর্ব)

হে বীর সন্ন্যাসী, হে মহাপ্রাণ,
আছো মোদের স্মরণে মননে,
প্রণাম তোমায় অযুত বার,
প্রণাম তোমায় নিদ্রা জাগরণে।

শিব অংশে জন্ম তোমার,
সে যে বিধাতার বিধান।
লীলাসঙ্গী করে আনিলেন
তোমায় রামকৃষ্ণ ভগবান।

তাঁরই আশীষ মাথায় লয়ে,
সেবার ব্রতে আত্মনিবেদন,
রামকৃষ্ণের প্রিয় শিষ্য
করিলে গৈরিক ধারণ।

প্রভুর লীলা সাঙ্গ হলে
হে তরুণ বীর,
অসম্পূর্ণ কর্মের ভার
বহিবারে করিলে স্থির।

দু ' দুটি বছর কর্মব্যস্ত জীবন
কাটিল তোমার,
তারপর মনস্থির
'ভারত ভ্রমণ'।
বরাহনগর মঠ হতে
হলো যাত্রার আয়োজন।

কমন্ডলু, ভাগবত গীতা আর

'The Imitation of Christ'
বইটি লইয়া সঙ্গে,
গৈরিক বসন শোভিছে অঙ্গে,
পদব্রজে বীরদর্পে হইলে আগুয়ান,
পরিব্রাজকের পথে,
হে সন্ন্যাসী মহান।

প্রথমে কাশী হয়ে অযোধ্যা,
মথুরা বৃন্দাবন,
হাতরাস, আগ্রা আর হৃষিকেশ গমন।

প্রায় একটি বছর লাগিল করিতে
উত্তর ভারত ভ্রমণ।
ধর্মীয় স্থান, মঠ ও বিহার,
বহু করিলে দর্শন।
কিয়ৎকাল পর করিলে প্রত্যাবর্তন।

মাস কতক পরে
স্বামী অখন্ডানন্দজি সাথে
রওনা করিলে হিমাচলের পথে।
ভ্রমিলে নৈনিতাল, আলমোরা,
শ্রীনগর হয়ে দেরাদুন।
অতঃপর হৃষিকেশ ও হরিদ্বার গমন।
কিছুদিন কাটিল সেথায় সাধু সন্ত সাথে,
তথা হতে যাত্রা দিল্লীর পথে।

দিল্লীতে দিন কতক কাটাইয়া
রাজপুতানা গমন।
আলোয়ার, জয়পুর, আজমীর হয়ে
মাউন্ট আবু দর্শন।
যোগাযোগ হইল সেথায়
ক্ষেত্রীর রাজার সাথে,
এক অপ্রত্যাশিত মিলন।

রাজা অচিরেই হইলেন অনুরক্ত,
করিলেন শিষ্যত্ব গ্রহণ।

আড়াই মাস কাটিল
আনন্দে তথায়,
পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর
বিলম্ব সহে না আর।
বোম্বাইয়ের পথে রওনা
ত্বরায়।

সমগ্র পশ্চিম ভারত করিলে ভ্রমণ।
বহু বিশিষ্ট জন আর
কতিপয় রাজা ও দেওয়ান
করিল শিষ্যত্ব গ্রহণ।

গুণমুগ্ধ ভক্তগণ ছাড়িতে না চাহে,
সন্ন্যাসী চলিলেন আপন আবহে।
দিন যায় মাস যায়, বিরামহীন পথ চলা,
শ্রান্তিহীন ক্লান্তিহীন
শুধু চলা আর চলা।

চলা এবার দক্ষিণের পথে।
পৌঁছলেন বেঙ্গালুরু।
তারপর মহীশূর, ত্রিচুর,
এর্নাকুলাম ও ত্রিবান্দ্রাম গমন।

দীর্ঘ পাঁচ পাঁচটি বছর পূর্ণ হওয়ার পথে
পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর
' ভারত ভ্রমণ '।

অবশেষে পৌঁছলেন এসে,
দক্ষিণের শেষ ভূমিখণ্ডে।
সে যে কন্যাকুমারিকা অন্তরীপ,

সাগর সঙ্গম।
তিন মহাসাগরের অপূর্ব মিলন।
এক অনিন্দ্য সুন্দর রূপ,
অনন্ত জলরাশি অনন্তে বিলীন।

প্রাতঃকালে শুদ্ধাচারে দেবী
কন্যাকুমারিকার মন্দির গমন।
প্রার্থনা করিলেন করজোড়ে
ভারত মাতার বন্ধন মোচন।

শুনিলেন সেথা শ্রীপদ শিলার কথা,
সাঁতার কাটিয়া উঠিলেন শিলায়।
প্রত্যক্ষ করিলেন, ' দেবীর পদচিহ্ন আঁকা'।
ধ্যানস্থ হইলেন স্বামীজি,
ধ্যানমগ্ন রহিলেন তিন দিন।
হে সন্ন্যাসী মহান,
ভারতবাসী নমিছে তোমায় রাতদিন।

কিছুক্ষণ পরে, শিলা ত্যাগ করে,
ভাবিতে ভাবিতে হে যোগী,
উঠিয়া আসিলে কূলে।
প্রশ্ন শতেক কৌতুহলী জনতার,
উত্তর:- "জানিতে পারিবে পরে '।

স্বামীজি স্মরণে
(৩য় পর্ব)

হে বীর পরিব্রাজক, হে সন্ন্যাসী মহান।
প্রণাম তোমায় প্রণাম
হে বীর তুমি মহীয়ান।

কন্যাকুমারিকা থেকে মাদুরাই হয়ে
রামেশ্বরম, পন্ডিচেরি।
অতঃপর করিলে মাদ্রাজ গমন।
দক্ষিণে ভ্রমণ কালে অনেক রাজা ও দেওয়ান
করিলে শিষ্যত্ব গ্রহণ।

সংকল্প ছিলই, সুযোগটাও এলো,
ধর্ম মহাসম্মেলনে করিবারে
যোগদান।
ক্ষেত্রির রাজা আর অনুরাগীবৃন্দ
সানন্দে করিলে সব আয়োজন
আর অর্থের সংস্থান।

১৮৯৩ সাল, ৩১ শে মে,
যাত্রা করিলে শুভক্ষনে,
ছাড়িলে বোম্বাই বন্দর,
গন্তব্য আমেরিকার
শিকাগো শহর।
পৌঁছিলে হে সন্ন্যাসী
যথা কালে যথা দিনে।

১১ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩,
যথা সময়ে উপস্থিত সেথায়।

বিশাল এক সভাঘর,
সুসজ্জিত, সুবাসিত,
পরিপূর্ণ কানায় কানায়।

উপস্থিত সারা বিশ্বের সব ধর্মের
প্রতিনিধি অগণন।
ডাক এলে করিতে হইবে নিজ নিজ
ধর্মের মহিমা বর্ণন।

ডাক এলো ভারতের,
স্বামী বিবেকানন্দের,
বীরদর্পে মঞ্চে পদার্পণ,
করিতে ধর্মের স্বরূপ বর্ণন।

সে এক অপূর্ব মুহুর্ত,
ইংরাজিতে ভাষণ:
"Sisters and brothers of America"
বলতেই মুহুর্মুহু করতালি
আর ভারতের জয়গান।

"সহিষ্ণুতা, বিশ্বজনীনতা,
ঐক্য ও সম্প্রীতি,
পরোপকারিতা আর অনুপ্রেরণা ",
এই সবই সনাতন ধর্মের গুণ ও নীতি
বলিয়া করিলে ঘোষণা।

সমাপ্তি ভাষণে ও হে বীর
দীপ্ত ভঙ্গিতে তুলেছো আলোড়ন,
সগর্বে ঘোষণা করেছো ভারতের
ঐতিহ্য, সংস্কার ও দর্শন।

তোমার সেই দীপ্ত ভাষণ
আজও প্রতিটি ভারতবাসীর

হৃদয়ে জাগায় স্পন্দন,
সৃষ্টি হয় গর্বের আলোড়ন।
হে বীর তুমি মহান।
তুমি ভারতের মান,
বাংলার সম্মান।

ধর্ম সম্মেলন শেষে
পূর্ব আমেরিকার বহু প্রদেশে
করিতে লাগিলে ভ্রমণ।
প্রচার করিতে লাগিলে হে বীর,
রামকৃষ্ণের বাণী ও দর্শন।

এইরূপে সকাল সন্ধ্যা
বিরামহীন ভ্রমণ
আর সভা সমাবেশে
বক্তব্য প্রদান।
পূর্ব উপকূলে হইলো
অনেকেই অনুরক্ত।
করিলে বেদান্তের প্রচার,
হইলো অনেক ভক্ত।

এইরূপে লন্ডনে ও
করিলে প্রচার বেদান্তের দর্শন।
হইলো অনেকেই তোমার
**ভক্ত,
রামকৃষ্ণের বাণী ও দর্শন
করিল গ্রহণ।
{**Margaret Noble (Sister Nivedita),
Captain and Mrs. Savier, Josephine McLeod and Sara Bull.}

এইরূপে কাটিল সাড়ে তিন বছর,
শ্রান্ত, ক্লান্ত শরীর, নাহি অবসর।
ফিরিয়া আসিলে দেশে,

১৮৯৭এর জানুয়ারি মাসে,
উঠিলে বরাহনগর মঠে,
নিজস্ব পরিবেশে,
শান্তির নীড়ে বটে।।

হে বীর তুমি মহান,
তুমি ভারতের মান,
বাংলার সম্মান।।

স্বামীজি স্মরণে
(৪র্থ ও শেষ পর্ব)

কর্মে বিরতি নাই হে সন্ন্যাসী কর্মবীর,
অসম্পূর্ণ কর্মের চিন্তায়
হইলে অস্থির।
মাস তিনেক কাটিল
সহ সন্ন্যাসী সনে,
পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি
চলেছে মনে মনে।

১৮৯৮এর ১লা মে,
বেলুড়ের গঙ্গাতীরে,
আরম্বিলে নির্মাণ কাজ,
সুসম্পন্ন হইলো অচিরে।

শেষ হলো মঠ নির্মাণ,
হলো উদ্বোধন।
মহাসমারোহে করিলে
ভগবানের মুরতি স্থাপন।
প্রভুর নামেতে নামকরণ,
সত্যি হলো স্বপ্নের
"রামকৃষ্ণ মিশন"।

শুরু হলো নিত্য পূজাপাঠ ও
প্রভুর নামগান
"বেলুড় মঠ" হয়ে ওঠে
এক অনন্য প্রতিষ্ঠান।
দুঃস্থ ও অনাথদের
আশ্রয় দান,
শিক্ষা, সংস্কৃতি ও
আধ্যাত্মিকতার পীঠস্থান।

মিশনের সন্ন্যাসী ও সমাজের
সাধারণ নরনারীগণ,
একসাথে করিবেন ব্যবহারিক
বেদান্তের অনুশীলন।
দরিদ্র মানুষের সেবা আর
আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষ
হইবে সাধন।

রামকৃষ্ণ মিশনের পরিধি বিস্তার,
আন্তর্জাতিক রূপরেখার হইবে প্রসার।
ভেদাভেদ ভুলে শিক্ষা,
সংস্কৃতি ও জীবনের মান,
উন্নতি সাধনে বিরামহীন
প্রয়াস ও সহায়তা দান।
মিশনের নীতি করিলে নির্ধারণ।
হে বীর তুমি মহান, তুমি মহীয়ান।

রামকৃষ্ণ মিশনে থাকিবে
" ভ্রাম্যমান সহায়তা দল",
ঘূর্ণিঝড়, বন্যা আর ভূকম্পন,
শীঘ্রই পৌঁছিবে দুর্ঘটনা স্থল।
সর্ব প্রকার সহায়তা করিবে প্রদান,
নরনারায়নের সেবায় সমর্পিতপ্রাণ।
হে বীর তুমি মহান, তুমি মহীয়ান।।

অতঃপর উপস্থিত
দূর্গা পূজার দিনক্ষণ।
এক বিস্ময়কর পূজা প্রস্তাব
করিলে বর্ণন।
জ্যান্ত দূর্গা পূজার হলো আয়োজন,
দ্বিভূজা "সারদা মাতা"

অলংকৃত করিলেন

মা "দশভূজার" আসন৷৷
পূজা শেষে পুনরায় হইলে অস্থির
হে সন্ন্যাসী কর্মবীর,
ভুলিতে পারনি :-
অভুক্ত মানুষের ক্রন্দন,
ভুলিতে পারনি
ভারত মাতার বন্ধন,
পারনি ভুলিতে
ঠাকুরের বাণী ও দর্শন৷

বুঝেছিলে তুমি,
এই সব বিষয়ের
সুষ্ঠু সমাধান
হইবে সেদিন,
জাগ্রত হইবে যেদিন
ভারতের জনগণ৷

এই সত্য উপলব্ধি হয়েছিল
তোমার হে দেবনন্দন,
হে বীর তুমি তাই সর্বক্ষণ
থাকিতে চিন্তায় মগন৷

করিতে অসাধ্য সাধন
বাহিরিলে পথে প্রান্তরে,
ভ্রমিলে শহরে বন্দরে,
উদ্বুদ্ধ করিতে জনগন৷
সভা সমাবেশ করিলে অগণন৷
অক্লান্ত পরিশ্রম আর
অবিরাম ভাষণ,
চলিল হে বীর, হে মহাত্মন৷৷

এরই মাঝে করিলে উত্তরাখন্ডের
চম্পাবতে অদ্বৈত আশ্রম নির্মাণ।
নাম:- "মায়াবতী আশ্রম"।
রামকৃষ্ণ মিশনের শাখা সংগঠন।
অদ্বৈত ও বেদান্তের হয় অনুশীলন।

১৮৯৯ সালের জুনে,
করিলে পুনরায় পাশ্চাত্য অভিযান।
এবার আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে গমন।
চলিল প্রচার ধর্ম, সংস্কৃতি আর দর্শন।
ফিরিয়া আসিলে দেশে
ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে।

১৯০১সাল,
পুনরায় মায়াবতী আশ্রম পরির্দশন।
তারপর পূর্ব বঙ্গ ও আসাম ভ্রমণ।
১৯০২এর জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারিতে বুদ্ধ গয়া ও
কাশী বিশ্বনাথ দর্শন।
মার্চে প্রত্যাবর্তন।

ক্লান্তিতে অবসন্ন,
চলিতে অশক্ত হে বীর, হে ভগবন,
শেষের প্রহর গুণিতেছিলে
হে দেবনন্দন।
৪ঠা জুলাই রামকৃষ্ণলোকে যাত্রা, মহাপ্রয়াণ।
হে বীর, হে বীরের ঈশ্বর, বীরেশ্বর মহাপ্রাণ।
প্রণাম তোমায় প্রণাম
হে ঋষি, হে সন্ন্যাসী মহান।।

হে বীর, পেয়েছো তুমি দেবতার মান,
দিব্যত্রয়ীর সম্মান।
একই আসনে ঠাকুর ও
মায়ের সনে,
তুমি বিদ্যমান।
হে বীর, তুমি মহান, তুমি মহীয়ান।।

ভারতবাসী ভুলিবে না কভু
তব অবদান।
হে বঙ্গবীর, হে বঙ্গ মায়ের সন্তান।
পূজিছে তোমায় ত্রিসন্ধ্যা,
আছো জপে ও ধ্যানে বর্তমান।
তুমি ভারতের মান, বাংলার সম্মান।
হে বীর তুমি মহান, তুমি মহীয়ান।।

তোমার স্মরণে তোমার জন্মদিনে,
করি যুব দিবসের আয়োজন।
ভারতের যুব সমাজ ভুলে নাই তোমারে,
রাতদিন করিছে স্মরণ।
হে বীর তুমি মহান, তুমি মহীয়ান।।

পাশ্চাত্যে ও তুমি পেয়েছো
"ঈশ্বর প্রদত্ত বক্তা"র সম্মান।
বিশ্ব বরেণ্য পরিব্রাজক তুমি,
বিশ্ব করিছে তব গুণগান।
হে বীর, তুমি মহান, তুমি মহীয়ান।।

প্রণাম তোমায় প্রণাম,
হে বীর লহ প্রণাম, লহ প্রণাম।।

ওং পরতত্ত্বে সদা লীন রামকৃষ্ণ সমাঙ্গয়া,
যো ধর্ম স্থাপনরত বীরেশং
ত্বং নমাম্যহং।
ওঁ নমো শ্রী যতিরাজায় বিবেকানন্দ সুরয়ে,
সচ্চিদসুখস্বরূপায় স্বামীনে
তাপহারিনে।।

মা দুর্গা

আয় মা দুর্গা আয় ত্বরা করি,
আয় মাগো আয় না তাড়াতাড়ি।
বছর যে হতে চললো মা,
তুই যে গেলি শ্বশুর বাড়ি।

মাগো তোর বিহনে
তোর এই বাপের কুল,
ছেলে পুলে বুড়া বুড়ি
সবাই যে হয় ব্যাকুল।
বর্ষা শেষে শরৎ এলে,
তুই যে মাগো এলি বলে।

সাজো সাজো রব ওঠে মা,
কি বড়লোক কি দিন মজুর,
কেনাকাটায় ব্যস্ত সবাই,
খরচে নেই মা কোন কসুর।

মাগো আজ অপর পক্ষের
অমাবস্যা, শেষ দিন।
পূত সলিলা মা গঙ্গার তীরে
নর নারী শত শত,
অবগাহন অন্তে গঙ্গোদকে
পিতৃপুরুষের তর্পণে রত।
রাত্রি অবসানে দেবী পক্ষের সূচনা,
প্রতিপদ, প্রথম দিন।

মাগো তোর তরে প্রকৃতির অপরুপ সাজ,

বাতাসে দুলিছে শ্বেত শুভ্র কাশ,
নীল আকাশে সাদা মেঘের আনাগোনা,
শিউলি ফুলের গন্ধ করিছে
তোর আগমন ঘোষণা।
মাগো তোর আগমনে মুখরিত চারিধার ,
বাজিছে আগমনী গান।
বাঙালির ঘরের মেয়ে আসবি
বৎসরান্তে বাপের বাড়ি,
আবালবৃদ্ধবনিতা আনন্দে উচ্ছল,
উদ্বেলিত প্রাণ।
ভেদাভেদ ভুলে নর নারী মিলে
গাহিছে তোর উদ্বোধনী গান।।

মাগো জানি শিব শংকর বাবাজি
স্বর্গ থেকে মর্ত্যে তোকে
আসতে দিতে গড়রাজি।
অনেক অনুনয়ে হলেন রাজি।
লক্ষী সরস্বতী কার্তিক গণেশকে
সঙ্গে নিয়ে ষষ্ঠীতে তোর আগমন
ও দশমীতে প্রত্যাবর্তন।
এই ক'টা দিন শিব বাবাজির
ঈশান কোণে হবে অবস্থান।
তোর বাপের বাড়িতে তোর
আদর আপ্যায়ন
করিবেন নিরীক্ষণ।

মাগো সে যাই হোক, ষষ্ঠী এলো,
হলো মা তোর বোধন।
ঢাকের বাদ্যি আর আনন্দ কলতান,
ধ্বনিছে স্বর্গ মর্ত্য, ধ্বনিছে ঐ
সুনীল অম্বর,
কলহ বিবাদ ভুলেছে তোর

আপন জন,
ষষ্ঠীর রাত কাটিতে না কাটিতেই
মাগো সাড়ম্বরে হয়েছে
তোর সপ্তমী পূজার আয়োজন।
মাগো তুই এসেছিস
সিংহ বাহিনী হয়ে,
মহিষাসুর মর্দিনীরূপে,
যে রূপেতে তুই স্বর্গরাজ্যে
করেছিস শান্তি আনয়ন।
মাগো, তোর মহিমা, ঐশ্বর্য্য

আর দীপ্ত ত্রিনয়ন,
করিছে তার সাক্ষ্য বহন।

মাগো তুই এসেছিস বাপের বাড়ি,
আমরা সবাই তোর স্বজন,
আনন্দে মোরা আত্মহারা,
করিতেছি তোর মহিমা কীর্তন।
মাগো সূর্যের দীপ্তি তোর ত্রিনয়নে,
শান্ত স্নিগ্ধ চন্দ্রের আভা
তোর সুন্দর আননে।
তোর অপরূপ রূপ বর্ণিতে নারি,
তোর পদ যুগল রক্ত পদ্ম সম
ওগো মা দুর্গেশ্বরী।

মাগো তোর সপ্তমী পূজা
হইলো সমাপন।
দিকে দিকে অসংখ্য মানুষের ঢল,
মাগো করিছে দর্শন।
সপ্তমীর রাত গেলো,
এলো অষ্টমীর ভোর।
মাগো তোর অষ্টমী পূজার
মাহাত্ম্য অপার।

সময়ের সূচি মেনে পূজা
সমাপন,
পূজা শেষে মহাষ্টমীর অঞ্জলী প্রদান৷
অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিক্ষণে
সন্ধিপূজা হলো সমাপন৷
যেই ক্ষণে মাগো তোর হাতে
হয়েছিলো চণ্ড ও মুন্ডের নিধন৷

অষ্টমীর রাত ও কাটিল
আনন্দে উল্লাসে৷
যথা বিধি নিয়মে সাধিত হইল
নবমীর পূজা,
সন্ধ্যা নামিতেই মন ভারাক্রান্ত,
রাত পোহালেই যে যাত্রা
করিবেন মা দশভূজা৷
নবমীর রাতে ঘড়ির কাঁটা
বুঝি চলে তাড়াতাড়ি ,
মায়ের পূজা ও যাত্রার
আয়োজন হচ্ছে তড়িঘড়ি৷

সময় উপস্থিত মা চলিলেন স্বর্গে,
নিজের সংসারে৷
শিবের আদেশ লঙ্ঘন
করিতে নাহি পারে৷
অশ্রু ভারাক্রান্ত ত্রিনয়ন,
পা চলে তো মন চলে না যেন৷
কাঁদে আবালবৃদ্ধবনিতা,
বলে "আবার এসো মা",
অশ্রু জলে ভাসে দু'নয়ন৷৷
মা দশভূজা চলিলেন
শিবের সংসারে,
দুটি হাত তুলে মা যেন বলছেন,
"কেঁদো না আবার আসিব একটি বছর পরে"।

রাবণের সীতা হরণ

ছল করে দশানন
হরিলো সীতা মায়েরে,
রামচন্দ্র বিস্মিত,
দেখিতে না পেয়ে সীতারে।
লক্ষণে জিজ্ঞাসে,
" সীতা কোথায় ভাই?"
লক্ষণ বলিল সবিস্তারে।
ইতিমধ্যে জটায়ু
হাজির আসরে।
রক্তাক্ত জটায়ু,
হারিয়েছে একটি ডানা তার
সীতা মাকে বাঁচাবার তরে।
বর্ণনা করিল সব
প্রভু রামের সমীপে।
রামচন্দ্র লক্ষ্মণ
হনুমান সহ
মন স্থির করিলেন সীতা উদ্ধারে।
কহিল হনুমান করজোরে,
"প্রভু সখ্যতা স্থাপন করুন
সুগ্রীবের সাথে"।
প্রভু রাম অতঃপর
বালীকে করিয়া হত্যা
সুগ্রীবকে করিলেন
কিস্কিন্ধার রাজা।
সুগ্রিবের অসংখ্য

বানর সেনা
হইলো প্রস্তুত
রাবণেরে দিতে সাজা।
পবন পুত্র হনুমান
হইলেন সেনাপতি,
সীতা উদ্ধারের কাজে
হইল অগ্রগতি।
এদিকে প্রভু রামচন্দ্র
মনস্থ্ করিলেন
মা বাসন্তীর পূজা
করিতে শরতে।
যথা বিহিত পূজার
হইলো আয়োজন,
আশ্বিনের শুক্লা প্রতিপদে
মায়ের হইলো "ঘট স্থাপন"।
শারদীয়া দূর্গাদেবীর
হইলো বোধন।
দেবীর আগমন,
আকাশে বাতাসে
সৃষ্টি করেছে আলোড়ন।
অজস্র শিউলি ফুলের মেলা,
সরোবরে শাপলার জলকেলিখেলা,
কাশ ফুলের অপরূপ শোভা,
অস্তমিত সূর্যের সোনালি আভা,
সৃষ্টি করেছে এক মোহময় জগৎ,
দেবী বরণে অপরূপ সাজে
সজ্জিত শরৎ।
মা দূর্গার পূজার আয়োজন
করিলেন প্রভু শ্রীরাম,
ষষ্ঠীতে মা কাত্যায়নীর
পূজা হইলো সমাপন।
অষ্টমীতে মা কালরাত্রি
তথা মা কালিকার পূজা

শুদ্ধাচারে করিলেন শ্রীরাম,
অসুর বিনাশে মায়ের পাদপদ্মে
করিলেন রাবণ বধের নিবেদন।
মা প্রসন্না হইলেন অতি,
শ্রীরাম করিলেন ষষ্টাঙ্গ প্রণতি।
নবমীতে দশপ্রহরণধারিণী,
সিংহ বাহিনী, অসুর দলনী
মহাশক্তি মা দুর্গে দুর্গতি নাশিনীর
পূজা সমাপ্ত হইলো সাড়ম্বরে,
শ্রীরাম করিলেন ষষ্টাঙ্গে প্রণাম।
প্রার্থনা করেন সীতা উদ্ধারের
আর রাবণ বিনাশের তরে।
মিনতি করি মাগো করজোড়ে ,
সফলতা দাও মা রাবণ বধিবারে।
জানিনা মাগো কত কষ্ট সহিছে
মোর সহধর্মিনী সীতা
পাপিষ্ঠ রাবণের কাছে।
মায়ের পাদপদ্মে
করিয়া প্রণাম,
চলিলেন সীতা উদ্ধারে।
অতঃপর বিলম্ব সহে না আর,
সাজ সাজ রব ধ্বনিছে চারিধার।
অজস্র বানর সেনা
চলিল লাফিয়ে লাফিয়ে,
লঙ্কা অভিযানে চলিল
রণবাদ্য বাজিয়ে।
হনুমান ও জাম্বুবান আর
বানর সেনারা
সমুদ্র পাড়ি দেয়
মৈনাক পর্বতের সহায়তায়।
সমুদ্র তল থেকে মৈনাক
উঠিল উপরে,
বানর সেনারা পাড়ি
দিল লঙ্কায়।

তার পরের অধ্যায়
রচিত হইলো মহাকাব্য রামায়ণ,
বিষ্ণুর অবতার শ্রীরামচন্দ্রের
হাতে রাবণ হইলো নিধন॥

লোকনাথ ব্রহ্মচারীর

(আবির্ভাব তিথিতে স্বরচিত কবিতা দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করছি)

এসো বাবা এসো,
হৃদয় মাঝে এসো।
তোমার জন্ম তিথিতে,
আমার হৃদিপদ্মে বোসো।।

তুমি বাবা ব্রহ্মচারী,
ভোলা শিবের চেলা,
তোমার দিব্যজ্যোতি মাঝে
পাই ভৌম ভোলারই খেলা।

অমর শিবের বেটা তুমি
মৃত্যু তোমার নাই,
১৬০ পার করে
ভাবলে বুঝি,'এবার যাই'।

তা সে গেলে না হয়,
ভক্তেরা যে সবাই জানে,
তুমি আছো তাদের সাথে
এখানে নয়তো ওখানে।

আমি তোমার ভক্ত
বলি কি করে?
দিনমানে ত্রিসন্ধ্যা
শুধূ প্রণাম করি তোমারে।

তুমি আছো, আছি মোরা
তোমার দৃষ্টি মাঝে,
শিব কল্পতরু তুমি,
রয়েছো যে হৃদয় মাঝে।

প্রণাম বাবা প্রণাম তোমায়
আজিকার আবির্ভাব লগনে,
অজ্ঞান ভক্তের প্রণাম নিও,
রাখিবো হৃদে পরম যতনে।।

* **<u>প্রণাম</u>**:
যোগিন্দ্রায় নমস্তুভ্যম
ত্যাগীশ্বরায় বৈ নমো
ভুমানন্দ স্বরূপায়
লোকনাথায় নমো নমঃ।
নমামি বারদী চন্দ্রং,
চাকলা সূর্যং তথা হরিং,
নমামি ত্রিলোক নাথং
লোকনাথং কল্পতরুং।।
(*এই প্রণাম মন্ত্রটি আমার নিজস্ব সংযোজন।
এই মন্ত্রেই আমি বাবাকে সকাল/দুপুর/সন্ধ্যেতে প্রণাম করি।)

জয় বাবা লোকনাথ, জয় বাবা জয়,
জয় মা লোকনাথ, জয় বাবা জয়,
জয় ব্রহ্ম লোকনাথ, জয় বাবা জয়,
জয় শিব লোকনাথ, জয় বাবা জয়,
জয় গুরু লোকনাথ, জয় বাবা জয়।।

আমার শ্রদ্ধেয়া গর্ভধারিণী মা

"মা"

মা ছোট্টো একটি শব্দ,
নাই যে তার তুলনা।
এত মধুর, এত আপন,
অনাবিল আনন্দ ঝরনা।

মায়ের কোল স্বর্গ সমান,
শান্তির পারাবার,
মায়ের আশীষ তরায়
ভবের দুঃখ অনিবার।

মা ডাকেতে ক্লান্তি হরে,
মা ডাকেতে বিঘ্ন নাশ।
মা নামেতে শান্তি অপার,
মমতার পূর্ণ প্রকাশ।

মায়ের স্নেহ পেলে,
ভবের দুঃখ ভুলে,
স্বপ্নের ডানা মেলে
উড়ি আকাশের নীলে।

মায়ের তুলনা নাই
বিশাল এই ধরায়,
দেবী সমা পূজ্যা মাতা
নিখিল বিশ্বে তাই।
মায়ের তুল্য গুরু যে
আর ত্রিভুবনে নাই,

ধারণ ও পালনে মাতা
পিতার অধিক তাই।

(" পিতুরপ্যাধিকা মাতা
গর্ভ ধারণ পোষনাৎ,
অতো ত্রিষু লোকেষু
নাস্তি মাতৃ সম গুরু ")

জীবনের স্রোতে ভাসা

অফুরন্ত ভালবাসা,
জীবনের স্রোতে ভাসা,
আশা নিরাশার দোলে
দিনমান পশ্চিমের কোলে।

স্মৃতি মোর অগুনতি
রেখেছি হৃদয়ে যত্নে অতি।
তারা হয়ে যাবো যেদিন,
চন্দ্রমার আলোয় দেখিও সেদিন।

তোমাদের তরে
আসিবো ফিরে,
জোনাকি হয়ে তোমাদের ঘরে
প্রবেশিবো নিশীতের অন্ধকারে।।

জীবনের ভেলাখানি

কখনো শান্ত কখনো
অশান্ত নদীর জলে,
ভাসিয়েছি মোর
জীবনের ভেলাখানি,
চলেছে অজানার পথে
চলেছে হেলে দুলে,
চলেছে মোর জীবনের
ভেলাখানি তারি সাথে।
নদী চলে আপন মনে,
ভেলা চলে তারি সনে।

নদী চলে কল কল্লোলে,
ভেলাখানি হাওয়ায় দোলে।
নদী চলে অজানার পথে,
ভেলা চলে তারি সাথে।
নদী চলে আপন মনে,
ভেলা চলে তারি সনে।।
নদী বয়ে যায় দুর্গম পথে,
ভেলা চলে তারি সাথে।
ভেলার মাঝি ধরেছে হাল,
দিয়েছে তুলি পাল।
নদী বয়ে যায় আপন মনে
ভেলাখানি চলে তারি সনে।

নদী বয়ে যায়
পাহাড়ি পথে,
ভেলাখানি বিধ্বস্ত

আঘাতে আঘাতে,
ভেলার মাঝি ধরেছে
হাল শক্ত হাতে,
ভেলা কখনো এধার,
কখনো ওধার দুলিছে
পাহাড়ি পথে।
নদী চলে আপন মনে,
ভেলা চলে তারি সনে।

পাহাড় পর্বত পেরিয়ে
নদী নেমেছে সমতলে,
ভেলার মাঝির মুখে হাসি,
ভেলা চলে দুলকি চালে।
নদী চলে আপন মনে,
ভেলা চলে তারি সনে।

শান্ত নদী বয়ে যায়
কুলু কুলু রবে,
মোর জীবনের ভেলাখানি
চলেছে নীরবে।
ভেলার মাঝি বৈঠা বেঁধেছে,
ভেলাখানি ভেসে চলেছে।
নদী চলে আপন মনে,
ভেলা চলে তারি সনে।

নদী বয়ে যায়
দিগন্তের পানে,
ভেলা চলে আনন্দে
তারি সনে।
মাঝি ধরেছে দাঁড়খানি
শক্ত হাতে,

জীবনের ভেলা এগিয়ে
চলে অসীমের পথে৷

নদী চলে আপন মনে,
ভেলা চলে তারি সনে৷
নদী সাগরে মিলিবে শেষে৷
ভেলার মাঝির চিৎকার,
"দাঁড়খানি গেছে ভেসে"।
জীবনের ভেলা
হারিয়ে গেছে
মহাপ্রয়াণের পথে,
অবশেষে৷।

জীবনের অনুভূতি

জীবন তুমি আছো বলেই
এত ভালবাসি,
জীবন তুমি আছো বলেই
আছে কান্না হাসি।

জীবন তুমি দিয়েছো কত
আনন্দ ও সুখের অনুভূতি,
দিয়েছো কত ব্যথা বেদনা,
দুঃসহ ও কঠিন অতি।

জীবন তুমি বয়ে গেছো
নিঃশব্দ তটিনীর মতো,
উপল বা সমতল আপন
আয়াসে পেরিয়েছো কতো।

জীবন তুমি আজ
জীবনের শেষ প্রান্তে,
পাওয়া না পাওয়ার হিসেব
হবে জীবন অন্তে।

চলুক জীবন চলছে যেমন,
ভাবনা কিই বা আর,
থমকে গেলে যাবে জীবন,
যেতে যে হবেই পরপার।

জীবনের গতি

জীবনের গতি রুখিবারে নাহি পারি,
ফিরিবারে চাহি, নাহি পাই তরী।
মন চায় ফিরে যায়,
বিগত দিনের আঙিনায়।
শিশুকাল সে কি ভোলা যায়?
ভাবনা চিন্তাহীন জীবন যেন
উন্মুক্ত আকাশে পাখি সম
উড়ে বেড়াই,
মা বাবার স্নেহ ভালোবাসা
ভুলিতে পারি না, খুঁজি তাই।
জীবনের নিয়মে এগিয়ে যাওয়ার
পথই যে শুধু খুঁজে পাই।
পিছনে ফিরে যাওয়ার পথ
যে নাই, নাই - নাই যে উপায়।

অতীত

হে অতীত, তুমি কি হারিয়ে গেছো চিরতরে?
এধার ওধার খুঁজি চারিধার,
না পাই দেখিতে তোমারে।
কত সুখস্মৃতি, আনন্দ-অনুভুতি,
আছে যে আমার জীবন ঘিরে।
বারে বারে তাই দেখিবারে চাই তোমারে।

হে অতীত, দুঃখ বেদনা ব্যর্থতা আর গ্লানি,
দেখিতে চাই লেখা আছে যেথা আমার দুঃখের কাহিনী,
হে অতীত, দেখা দাও মোরে
আমি যে পারি না ভুলিতে
তোমারে।

হে অতীত, মাঝে মাঝে
তোমারে স্বপনে যে পাই।
কখনো হাসিতে হাসিতে,
কখনো কাঁদিতে কাঁদিতে,
আঁখি মেলে চাই, তুমি নাই।

হে অতীত, আমার জীবন পঞ্জি
রহিল তোমার খাতায়।
তোমারে ভুলিব সেদিন,
আমি ও রব না যেদিন হেথায়।।

পথহারা এক পথিক

আমি পথহারা এক পথিক,
হারিয়ে গেছি আমি।
আমার সব ছিল, সবাই ছিল,
হট্টমেলার মাঝে,
হারিয়ে গেছি আমি।।

আমি হারিয়ে গেলাম কবে,
কখন, কি ভাবে,
নেই যে মনে আর।
আমি চলেছি এক মনে,
এক পথের সন্ধানে,
যে পথ গেছে সেখানে,
হারিয়ে গেছি যেখানে।

দিন যায় রাত আসে,
শ্রান্ত দেহে ক্লান্তি আসে,
পথের ধারে, নরম ঘাসে,
শুয়ে পড়ি, পথের ধারে,
স্বপ্ন দেখি, ঘুমের ঘোরে,
পথহারা পথিক এক
বলছে আমায় ডাকি,
একলা চলো, ভয় পেয়োনা,
এসেছো একেলা,
যাবে একেলা,
কেউ রবে না সাথে।
ভয় পেয়ো না পথে।।

স্বপ্ন দেখি শেষ রাতে,
ঘুম ভাঙ্গে পাখির ডাকে,
হুড়মুড়িয়ে উঠে পড়ি,
স্বপ্নের আবেশ চোখে৷
খানিক পরে চলা শুরু
অনিশ্চিতের পথে,
পথহারা পথিক এক
হারিয়ে গেছি আমি,
আমার সব ছিল, সবাই ছিল,
হট্টমেলার মাঝে,
হারিয়ে গেছি আমি৷৷

বঙ্গ মায়ের কোল (১)

(অবিভক্ত বাংলা)

ও আমার জন্মভূমি,
মাগো আমার বঙ্গভূমি,
তোমার স্নেহ শীতল ক্রোড়ে,
তোমার সব সন্তানেরা
করছে হুটোপাটি,
কেউ হাসছে খিলখিলিয়ে,
কাঁদছে কেউ অঝোরে৷

দিবা অবসানে,
তোমার সব সন্তানে,
ঘুম পাড়াতে মাগো,
ঘুম পাড়ানি গানে,
স্নেহের আলিঙ্গনে,
পরম যতনে৷৷

সকাল বেলা ঘুম ভাঙ্গতো
পাখির কুজনে,
কেউ যেতাম ফুল তুলিতে,
কেউ যেতাম মসজিদ পানে৷
যার যার মতো প্রার্থনা সেরে
ফিরে যেতাম ঘরে,

মায়ের হাতের মুড়ি বাতাসা
নয়তো ফিরনি,
কারো পছন্দ ব্রেড বাটার,

হইতো বা গুগনি।

তারপর যে যার মতো যেতাম
পাঠশালা, মাদ্রাসা কিংবা
ইংরাজি শেখার স্কুল,
ছুটির পরে বাড়ি ফিরে
খাওয়া দাওয়ার হুলুস্থুল।

বিকেল বেলা সবাই মিলে
যেতাম ছুটে ছুটে,
একসাথে খেলাধুলা,
আনন্দ উল্লাস
হরবোলার মাঠে।

নিত্যকার রুটিন মাফিক
জীবন চলে যার যার,
ছিল না কোন মারা মারি,
ভেদাভেদ কোনপ্রকার।

মায়ের স্নেহশীতল ছায়া,
পারাপারের খেয়া,
পাখির কলতান,
মসজিদের আজান,
মন্দিরের ঘন্টা আর
চার্চের বেল,
সব একাকার।

বঙ্গ মায়ের কোলে,
জীবন এগিয়ে চলে।

মাগো, তোমার সুনীল আকাশ, মলয় বাতাস,
তোমার শিশির ভেজা শ্যামল দূর্বাঘাস,
তোমার ঐ চন্দ্র তারা, নক্ষত্র ধ্রুবতারা,

আছে আমার অবচেতনে,
করে আমায় আত্মহারা৷

মাগো তুমি অন্নপূর্ণা,
অন্ন দিয়েছো তুলিয়া মুখে,
তোমার কত না সুমিষ্ট ফল
মাঠে মাঠে কত যে ফসল,
অবারিত নদীর জল,
করেছি ধারণ পরম সুখে৷

মাগো কত যে কহিব,
কত যে গাহিব তোমার গুণগান,
তোমার স্নেহে লালিত হয়েছি,
তোমার ভূমি যে স্বর্গ সমান৷
মাগো জনমে জনমে
আসিবো ফিরে তোমার কাছে,
তোমার পথে প্রান্তরে, হরবোলার
মাঠে বা পদ্ম দীঘির ঘাটে,
স্মৃতি যে আমার জড়িয়ে আছে।

ভাবি ছুটে যাই সেই দীঘির পাড়ে,
বসে তোমার স্নেহ শীতল ক্রোড়ে,
জড়িয়ে ধরে বলি মাগো,
আমি তোমায় ভালবাসি৷

প্রণাম তোমায় প্রণাম মাগো,
জন্মেছি যেই দেশে,
মৃত্যু!! হোক হেথায় হোথায়,
আসিবো ফিরে তোমার কাছে অবশেষে৷৷

বঙ্গমায়ের কোল (২)

(বিভক্ত বঙ্গের রূপ)

স্বাধীনতা সংগ্রাম হইলো তীব্র থেকে তীব্রতর,
শাসক ইংরাজ তখন সম্মত হইলো
করিতে ক্ষমতা হস্তান্তর।

শুরু হলো রাজনীতি নিজেদের অন্দরে,
কার হাতে থাকিবে ক্ষমতা হস্তান্তরের পরে।
মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মুসলমানদের জন্য
দাবি জানালেন পৃথক রাষ্ট্রের।
প্রস্তাব পেশ হলো ভারত ভাগের।

ভাগ হলো ভারত ধর্মের ভিত্তিতে
পশ্চিমে অর্ধেক পাঞ্জাব আরো কিছু
অঞ্চল হলো পশ্চিম পাকিস্তান।
অন্যদিকে কপাল পুড়লো বঙ্গ মায়ের,
ভাগ হলো তাঁর উঠান।
সৃষ্টি হলো পূর্ব পাকিস্তান।

পড়লো কাঁটা তারের বেড়া,
চললো মারামারি, কাটাকাটি,
ভায়ের রক্তে ভায়ের অবগাহন,
মায়ের কোল লালে লাল,
রক্তে ভেজা মায়ের বসন।।

ভারত মহান দেশ, ঐতিহ্য শতাব্দী প্রাচীন,
ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের হইলো গঠন,
রচিত হইলো সংবিধান,
জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল বসবাসকারী
"স্বীকৃত নাগরিক"
অধিকার সমান সমান।

অন্যদিকে পাকিস্তান গঠিত
হইলো ধর্মের ভিত্তিতে,
স্বীকৃত হইলো ইসলামিক রাষ্ট্র রূপেতে,
হিন্দুদের থাকিবার কোন অধিকার নাই,
কাটাকাটি হানাহানি, হিন্দু নিধন তাই।

এপারে ও হয়েছে রায়ট,
অযাচিত, অনভিপ্রেত,
শুধুমাত্র বদলা বদলির সংকট
অনেক মুসলমান ভাই,
হইলো হতাহত,
শুধুই রেষারেষি আর ধর্মের দোহাই।

ক্রমশ:- (৩)

বঙ্গ মায়ের কোল (৩)

(১৫ই আগস্ট, ১৯৪৭ এর পর)

এলো১৫ই আগস্ট,১৯৪৭ সাল,
স্বাধীনতা দিবস।
সবাই করিছে আনন্দ উল্লাস।
কেউ দেখেনি সেদিন লুকিয়ে
বঙ্গ মায়ের কান্না,
আওয়াজহীন দীর্ঘশ্বাস,
হাওয়াই মিশেছে,
আকাশে ভেসেছে,
অজানা বিপদের পূর্বাভাস।

মলয় বাতাস পূতিগন্ধময়,
কেউ বোঝেনি উপলব্ধিহীন
অভিশপ্ত সেই বাতাস।
আজও তা প্রবহমান,
হয়নি যে দুঃখের অবসান।

তার পরের আখ্যান ইতিহাস,
ইতিহাসবিদ করিছে রচনা।
১৯৭১এ ফের যুদ্ধ,
পরাজিত পাকিস্তান,
হইলো বাংলাদেশের অভ্যুত্থান।

আজও চলিতেছে হানাহানি ভাঙচুর,
চলিতেছে সংখ্যালঘু নির্যাতন,
কবে বন্ধ হইবে এই অত্যাচার,
অবিচার?
সব ধর্মের মূলেই আছে, ভাতৃত্ব

বোধ ও সহনশীলতা,
তবে কেন অবাঞ্ছিত এই নিপীড়ন?

হে আল্লাহ, হে গড, হে ঈশ্বর
বন্ধ হোক এই অন্যায়, অবিচার।
এই পৃথিবী হোক সুন্দর,
হোক বাসযোগ্য সবার।

আমি পরজন্মে বিশ্বাস করি,
জন্মাই যেন ভারতের সেই প্রদেশে,
যেখানে মায়ের নামের হবেনা বদল,
মায়ের উঠোনে উঠিবেনা বেড়াজাল,
মায়ের কোল হবে না ভাগ,
আপ্লুত র'ব স্নেহের পরশে।

জনমে জনমে আসিবো
ফিরে তোমার কাছে,
তোমার পথে প্রান্তরে, হরবোলার
মাঠে বা পদ্ম দীঘির ঘাটে,
স্মৃতি যে আমার জড়িয়ে আছে।

তোমার সুনীল আকাশ, মলয় বাতাস,
তোমার শিশির ভেজা শ্যামল দূর্বাঘাস,
তোমার ঐ চন্দ্র তারা, নক্ষত্র ধ্রুবতারা,
আছে আমার অবচেতনে,
করে আমায় আত্মহারা।

মাগো তুমি অন্নপূর্ণা,
অন্ন দিয়েছো তুলিয়া মুখে,
তোমার কত না সুমিষ্ট ফল,
মাঠে মাঠে কত যে ফসল,
অবারিত নদীর জল,
করেছি ধারণ পরম সুখে।

মাগো, কত যে কহিবো,
কত যে গাহিবো তোমার গুণগান,
তোমার স্নেহে লালিত হয়েছি,
তোমার ভূমিতেই রচিত হইবে
আমার চির শান্তির শ্মশান।

প্রণাম তোমায় প্রণাম মাগো,
জন্মেছি যেই দেশে,
মৃত্যু!! হোক মৃত্যু যেথায় সেথায়,
আসিবো ফিরে তোমার কাছে
অবশেষে।।

নারী (১)

(সৃষ্টি থেকে সতীদাহ রোধ অবধি নারীর বিবর্তন)

প্রথমেই সৃষ্টি কর্তা ব্রহ্মারে শুধাই,
স্বর্গের নারী হয় দেবী বা দেবিকা,
তোমার সৃষ্টি মর্ত্যের নারী কেন সেবিকা?
উত্তর আছে কি প্রভু,
শুনিবারে চাই।

পুরাকাল থেকে দেখি সতী, সাবিত্রী ও
দময়ন্তীর কাহিনী কীর্তন,
স্বামী সোহাগিনী ছিলেন বটে,
আদতে সেবিকাই হন।

শাস্ত্রে ও যে আছে
নারীর উপরে পুরুষের স্থান।
"পুৎ" নামক
নরক থেকে উদ্ধারিবে
পুরুষ সন্তান।

আদিকাল থেকে শাস্ত্রীয়
কর্মে ও অনুষ্ঠানে
কন্যা সন্তানের নেই
কোন অধিকার,
পুত্র বিনা নাহি হয় মুখাগ্নি ও
শবদাহের "আচার"।

ধর্মের বিধি বিধানে অন্ধ পিতা মাতা
বিভেদ করেন আপন সন্তানের,
কন্যা সন্তান জন্ম নিলে,
কদাচিৎ হাসি ফোটে মুখে তাঁদের।

বিদ্যাচর্চা, সঙ্গীতচর্চা,
ক্রীড়া ও কলা,
সবেতেই অগ্রাধিকার
শুধুমাত্র পুত্রের,
কন্যা সন্তানের কাজ
সেবাযত্ন আর রন্ধনের।
প্রাপ্য ছিল পক্ষপাত,
অবিচার আর অবহেলা।

শিশু কাল শেষে বাল্যকালে
করিতেই পদার্পন,
যুবা হোক, বৃদ্ধ হোক, অজ্ঞ হোক,
বিজ্ঞ হোক, খোঁড়া হোক, কানা হোক,
যাকে হোক কন্যাকে
করিতে হইবে দান।
তাই অতি ত্বরা
বিবাহের বিধান।

এহেন পুরুষ শাসিত সমাজে
নারীর ছিল না কোন মান।
পিতার ঘরে আশ্রিতা,
স্বামীর ঘরে সেবিকা,
স্বামীর মৃত্যুর পর 'সহমরণ'।

অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকেও
এই প্রথা ছিল বর্তমান।
এই প্রথা রোধে রাজা রাম মোহন রায়
করিলেন শুরু এক ভয়ঙ্কর আন্দোলন।
১৮২৯ সালের ৮ই ডিসেম্বর, ইংরাজ
শাসিত ভারতের গভর্নর জেনারেল
লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক
করিলেন আইন প্রণয়ন।
বন্ধ হইলো ধীরে ধীরে
এই ভয়ঙ্কর কুপ্রথা,
এক জলজ্যান্ত নারীকে
চিতায় নিক্ষেপণ।

ক্রমশ:- (২)

নারী (২)

(সতীদাহ প্রথা রোধ থেকে বর্তমান সভ্যতার সময় অবধি)

সতীদাহ বন্ধের পর
বহু বিশিষ্ট বঙ্গ সন্তান,
নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায়
রেখেছেন উল্লেখযোগ্য অবদান।

ধীরে ধীরে নারীর শিক্ষা
ও সংস্কৃতিতে যোগদান,
যেন অন্ধকারাচ্ছন্ন বদ্ধ
আবাস ছেড়ে পাওয়া
অলোকের সন্ধান।

নারীর অগ্রগমন থাকে প্রবহমান,
রাবিন্দ্রিক যুগ থেকে
রামকৃষ্ণায়ন,
পূরুষের সমান দক্ষতায়
নারীর উত্থান।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে
স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে,
জোয়ার এসেছে নারী জাগরণে,
নারী ঘর ছেড়ে এসেছে বাহিরে,
অংশ নিয়েছে যেমন চলচ্চিত্র,
সঙ্গীত ও নাটকে,
তেমনি নিয়েছে স্বাধীনতা আন্দোলনে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর নারী,
স্বনির্ভর নারী।
অফিস কাচারীতে, ব্যবসা বাণিজ্যে,
শিক্ষাঙ্গনে, ক্রীড়াঙ্গনে সমান নৈপুণ্যে
এগিয়ে নারী।

নারী হয়েছে নভশ্চর, হয়েছে পাইলট,
এগিয়ে যুদ্ধাঙ্গনে
করেছে যোগদান প্রযুক্তি ও
গবেষণায়,
স্বতস্ফূর্ত, অকপট সকল স্থানে।

নারী কোথাও মুখ্যমন্ত্রী,
কোথাও বা রাষ্ট্র প্রধান।
রাজ্য বা দেশ শাসনে
পিছিয়ে নেই নারী।
আন্তর্জাতিক মঞ্চে ও
রাখিছে অবদান।

নারী (৩)

(বিংশ শতকে নারী যৌনতার শিকার)

সৃষ্টির আদি থেকে সতীদাহ
বা তৎ পরবর্তী কালে ও
যৌনতার নগ্ন রূপ ছিল না
' ধর্ষণ '।
মানুষ তখন শিক্ষায়, দীক্ষায় ও
ধর্মাচরণে ছিল যত্নবান।
ছিল সচ্চরিত্র,
নারীকে কদাচিৎ করিত
ভোগ্যপণ্য জ্ঞান।

বিংশ শতকে বিশ্ব যেথায়
সভ্যতার চূড়ায়,
প্রাত্যহিক সংবাদ পত্রে
দেখি ধর্ষণের ছবি,
সংবাদের মাথায়।

নারী এখন সর্বক্ষেত্রে
পূরুষের সমকক্ষ।
সেই নারী শিশু বা কিশোরী
অথবা যুবতী,
বিচার নেই ধর্ষকের,
ধর্ষণ শেষে নৃশংস
হত্যায় সমান দক্ষ।

এই ভয়ঙ্কর ধর্ষণ
চলিতেছে কম বেশি
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে,
ক্ষমতায় আসীন দল
বিরোধীরে দূষে।
বিরোধী শিবির বলে
শাসক দলের লোক
আর শাসকের মদত,
এহেন ঘৃণ্য কাজ ঘটিয়েছে,
প্রমাণ হইবে বিচারের শেষে।

হে সৃষ্টিকর্তা, সৃষ্টির আদিতে
শুধিয়েছিলাম তোমায়:-
নারী কেন সেবিকা?
প্রভু আজ শুধাই:
নারী কেন দিকে দিকে ধর্ষিতা???
হয়ো না অন্ধ, চেয়ে দেখো
আঁখি মেলি,
তোমার সৃষ্টি সেই নারী
হইতেছে নিত্য 'ধর্ষণের বলি'।

প্রভু, তবে কি শাস্তি পাইবে না ধর্ষক?
তুমি কি থাকিবে নীরব দর্শক?
তোমার সৃষ্টি নারীর অপমান
তুমি কি সহিবে হে ভগবান?
নেমে এসো তবে,
ধর্ষক দলনী শক্তি রূপে
রক্ষা করিতে নারী জাতির সম্মান।

ঐ শোনা যায় ভারত মাতার ক্রন্দন,
নারীর সম্মান লুণ্ঠিত,
মাতৃ জাতির হয়েছে অপমান।
ধর্ষিতা যারা আর মৃত্যু হয়েছে যাদের,
তারা যে আমারই সন্তান।।

উপসংহার:-
বিচার চলিতেছে উকিলের ফাঁদে,
"বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে"।

স্নেহের প্রতিদান

বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ
হইল এক দম্পতি,
হৃদয় বিনিময় করিল
একে অন্যের সাথে।
শপথ নিল বিশ্বাসের
একের অন্যের প্রতি।

সংসার চলিছে
প্রেমে ও আনন্দে পরিপুর্ণ।
দেখিতে দেখিতে
বছর দুই হইল পূর্ণ।
সুখবর দিলেন স্ত্রী
স্বামীর পাশে বসে
জড়ায়ে ধরিল স্বামী
আনন্দে উচ্ছাসে।

দশ মাস দশ দিন পরে
পুত্রসন্তান আসিল সংসারে।
দিন যায় মাস যায়
বছর ঘুরে আসে,
জন্মদিন পালন
করিলেন মহাউল্লাসে।

ধীরে ধীরে বড় হয়
স্নেহের সেই সন্তান,
শিশুকাল শেষে
বাল্যকালে করে পদার্পণ।

পুনরায় গর্ভবতী হইলেন স্ত্রী,
কন্যা সন্তান জন্ম নিল অতীব সুশ্রী।

পুত্রের পাঁচ বছর হইল যখন,
সরস্বতী পূজা করে
হাতে খড়ি দিলেন তখন।

বিদ্যালয়ে ভর্তি করালেন তারে,
নার্সারি, আপার নার্সারি
পাস করে প্রাইমারীতে
উঠিল অচিরে।
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে
ভর্তি হইল সপ্তম শ্রেণীতে।
খেলাধুলা, সঙ্গীত আর অঙ্কন
চলে সাথে সাথে।

ষোড়শ বৎসর পূর্ন হতেই
করিল এন্ট্রান্স পাশ,
তিন বছর পর বিজ্ঞানে অনার্স
লইয়া স্নাতক ডিগ্রি লাভ।
পিতা মাতা হইল গর্বিত,
করিল আনন্দ প্রকাশ।

বোন চলে দাদার পিছু পিছু,
দাদা অন্ত প্রাণ,
না জানে অন্য কিছু।
বোন ও করিল বি. এ. পাশ।
ইতিমধ্যে দাদার ও স্নাতকোত্তরের
ফল হইল প্রকাশ।

পুত্র করিল দৃষ্টান্ত মূলক ফল,
প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান
করিল অর্জন।
পিতা মাতা হইল আনন্দে উৎফুল্ল,
আশীর্বাদ করিতে নিমন্ত্রিত
আত্মীয় স্বজন।

হঠাৎ যোগাযোগ, প্রতিষ্ঠিত পাত্র,
সম্ভ্রান্ত পরিবার।
বিবাহ দিলেন কন্যার,
হলো তার সুখের সংসার।

অতঃপর, পুত্রের ইচ্ছা তাই
জীবনের যা কিছু সম্বল তাঁর,
সব কিছুর বিনিময়ে ব্যবস্থা
হইল বিদেশ যাত্রার।

বছর তিনেক পরে
সংবাদ আসিল মাতাপিতার কাছে,
পুত্র তার বিদেশিনী,
জীবন সঙ্গিনী, নিয়েছে বেছে।

কিছু দিন পরে বন্ধ হইল
টাকা পয়সা ' প্রেরণ '।
অনাহারে অর্ধাহারে
কাটছে তাঁদের জীবন।

কন্যা তার সীমিত সামর্থ্যে
যথাসাধ্য করিছে সর্বক্ষণ।

তবু ও রইলো সংসারে
অভাব অনটন।

অবশেষে মৃত্যু তাঁদের
ঘনাইয়া আসে,
একে একে পিতা মাতা
পড়িলেন যমদূতের গ্রাসে।

শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের আগে
জিজ্ঞাসে কন্যারে,
" পুত্র আমাদের কেমন আছে,
ভালো আছে তো রে?"

" হে প্রভু আমাদের কোনো
দুঃখ নাই,
পুত্রের মঙ্গল করো হে সদাই।
পরজন্মে আসিবো পুনঃ
তার ঘরে মোরা,
পুত্র কন্যা হয়ে তার ঘরে
থাকিব আমরা।"

এক অমানুষ ব্যতিক্রমী পুত্রের
অমানবিক চরিত্র
করিলাম অঙ্কন।
বাকি সব পুত্রদের জানাই অভিনন্দন।
তাদের অসম্মান করিবারে
নাই মোর কোনো অধিকার।
পিতা মাতা সহ শান্তিতে
থাকুক তাদের
" সুখী পরিবার"।

(বর্তমান পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে
এই ছবি প্রায়শই দেখা যায়।
মর্মান্তিক ও দুঃখজনক পরিবর্তন।)

-- ভা -- লো -- বা -- সা --

ভালোবাসা একটি শব্দ,
চার অক্ষরের সমাহার,
হৃদয়ের আদান প্রদান,
ভালোবাসার মহিমা অপার।

ভালোবাসা,
হতে পারে ঈশ্বরের সাথে,
হতে পারে মানুষে মানুষে,
হতে পারে প্রকৃতির সাথে,
হতে পারে জীবে ও মানুষে।

এ এক অনুভূতি, এক শিহরণ।
এক অব্যক্ত ভাবের আদান প্রদান,
সৃষ্টি হয় হৃদিকন্দরে
এক অদ্ভুত আকর্ষণ,
অনুভূত হয় অন্তরে অন্তরে,
এক অনির্বচনীয় আলোড়ন।

ভালোবাসা হয় ঈশ্বরে আর
ভক্তের মাঝে,
ঈশ্বরের প্রতি ভক্তের টানে,
নেমে আসেন
ভগবান ভক্তের কাছে।
ভালোবাসা ঠাকুরের
ভবতারিণী মায়ের প্রতি,
মা এসেছেন নেমে
ভক্তের পূজা মন্দিরে ,
ভক্তের হাতে অন্ন গ্রহণ,
এক অনন্য ভালোবাসা
ভক্তের প্রতি।

ভালোবাসা চার অক্ষরের সমাহার,
ভালোবাসার মহিমা অপার।।

সন্তানের প্রতি ভালবাসা
গর্ভধারিণী মায়ের,
যম রূপ আততায়ীর কৃপাণ
বুক পেতে নিতে পারে অনায়াসে।
অথবা রণচণ্ডী রূপ ধারণ
করিতে পারে আপন আয়াসে,
রক্ষা করিতে আপন সন্তান।
ভালোবাসা চার অক্ষরের সমাহার,
ভালোবাসার মহিমা অপার।

পুরুষে নারীতে ভালবাসা,
একের হৃদয়ের সাথে
অন্যের হৃদয়ের আদান প্রদান।
স্মরণে আসে
"লায়লা মজনুর"
প্রেমের আখ্যান।
এ এক স্বর্গীয় রূপ
ভালোবাসার।
কেহ নাহি পারে
রুখিতে ইহারে,
মিলন হইবে দুজনের,
এপারে নয়তো পরপারে।
এ যে ভালোবাসা হৃদয়ের,
এ যে ভালোবাসা মিলনের।
ভালোবাসা চার অক্ষরের সমাহার,
ভালোবাসার মহিমা অপার।

ভালোবাসা এক অনিন্দ্য সুন্দর
হৃদয়ের অনুভূতি,
ভালোবাসা হতে পারে

কাহারো সাথে,
ভালোবাসো থাকতে পারে
কাহারো প্রতি,
মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসা
অথবা জীব জগতের প্রতি।
" জীবে প্রেম করে যেই জন,
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর"।
ভালোবাসা অবিনশ্বর।।
ভালোবাসা চার অক্ষরের সমাহার,
ভালোবাসার মহিমা অপার।

স্বামীজির ভালোবাসা
দুঃস্থ, দরিদ্র, অনাহারী
মানুষের প্রতি,
অকৃত্তিম ভালোবাসার
জীবন্ত উদাহরণ।
হৃদয়ের এক অনন্য অনুরণন।
ভালোবাসা চার অক্ষরের সমাহার,
ভালোবাসার মহিমা অপার।
ভালোবাসা হতে পারে
প্রকৃতির অনিন্দ্য সুন্দর
পাহাড়ের সাথে,
হতে পারে সমুদ্রের সাথে।
সমুদ্র সৈকত, ফেনিল সলিল,
সমুদ্রের গর্জন, অনন্ত বারিধী,
অকৃত্তিম ভালোবাসা হতেই পারে।
হতে পারে প্রকৃতির
অপরূপ রূপ সবুজের সাথে,
অথবা আকাশের
তারা মন্ডলের সাথে,
কিংবা পূর্ণিমার রাতে
চাঁদ মামার আসরে
গল্প বুড়ির সাথে।

ভালোবাসা হৃদয়ের এক অনুভূতি,
সৃষ্টি করে হৃদমাঝারে
প্রেমের অনুরণন৷
এক অভূতপর্ব আলোড়ন৷
ভালোবাসা চার অক্ষরের সমাহার,
ভালোবাসার মহিমা অপার৷৷

শরৎ কাল

শরৎ এসেছে,
শ্রাবণ মেঘের গর্জন থেমেছে।
বৃষ্টির হয়েছে সমাপন,
হয়েছে শরতের আগমন।
শরতের অপরূপ রূপ,
শান্ত ,স্নিগ্ধ, দৃষ্টিনন্দন।

শরৎ এসেছে,
তপনের উদয় হয়েছে,
পূবেতে হয়েছে
আলোর বিকিরণ,
শরতের হয়েছে আগমন।
শরতের অপরূপ রূপ,
শান্ত, স্নিগ্ধ, দৃষ্টিনন্দন।

গাড় নীল আকাশ,
নীচে শ্বেত শুভ্র কাশ,
এক মোহময় রূপের প্রকাশ।
শরতের হয়েছে আগমন,
শরতের অপরূপ রূপ,
শান্ত, স্নিগ্ধ, দৃষ্টিনন্দন।।

অশান্ত সমুদ্র হয়েছে শান্ত,
ফেনিল সলিল দিগন্তে মিশেছে,
পাহাড়, পর্বত সূর্য্য কিরণে
অনিন্দ্য শোভায় শোভিছে।
শরতের হয়েছে আগমন,

শরতের অপরূপ রূপ,
শান্ত, স্নিগ্ধ, দৃষ্টিনন্দন।

শরৎ এসেছে,
প্রকৃতি সেজেছে,
অপরূপ সাঝে।
আকাশে বাতাসে
মায়ের আগমনী বাজে।
লাল নীল সবুজ কত না
বাহারি ফুলের সম্ভার,
শিউলির গন্ধ

মোহময় করেছে চারিধার।
অপরূপ শোভা করিছে বর্ধন।
শরতের হয়েছে আগমন,
প্রকৃতির অপরূপ রূপ,
শান্ত, স্নিগ্ধ, দৃষ্টিনন্দন।

ঋতুরাজ বসন্ত

এসো প্রিয়ে এসো,
এসো প্রাণে প্রাণে মিলি,
প্রাণের দুটি কথা বলি।
এসো তুষারের চাদর সরিয়ে,
অলস ঘুমের মোহ কাটিয়ে,
দেখো কি সুন্দর আকাশ,
বইছে স্নিগ্ধ দখিনা বাতাস।
নয়ন মেলিয়া দেখো,
শীত গেছে সরে,

কোকিল কোহিছে কুহু স্বরে,
এসো প্রিয়ে এসো,
বসন্ত এসেছে দুয়ারে।

এসো প্রিয়ে এসো,
এসো প্রাণে প্রাণে মিলি,
প্রাণের দুটি কথা বলি।
এসো প্রিয়ে এসো
দেখো আঁখি মেলি,
সবুজে হয়েছে প্রাণের সঞ্চার,
পুরোনো গেছে যে ঝরে,
এসেছে নতুন সম্ভার।
নতুন সবুজ দূর্বাঘাসে
শিশিরের ছোঁয়া লেগেছে,
মাথা তুলি আকাশ পানে,
কহিছে ডাকি, শীত গেছে,
বসন্ত যে এসে গেছে।
এসো প্রিয়ে এসো ,
প্রাণে প্রাণে মিলি,

প্রাণের দুটি কথা বলি।
শীত গেছে সরে,
বসন্ত এসেছে দুয়ারে।।
এসো প্রিয়ে এসো,
এসো প্রাণে প্রাণে মিলি,
প্রাণের দুটি কথা বলি।
কৃষ্ণচূড়া রাধাচূড়া
কহিছে দোঁহে দোঁহারে,
বসন্ত এসে গেছে
রং যে লেগেছে অন্তরে।
কৃষ্ণ কহিছে রাধারে,
চলো সখী যাই,
চলো রং খেলি,
প্রাণের হরষে রঙের পরশে,
নাচিবো দুহাত তুলি।
চলো প্রিয়ে চলো,
চলো রং খেলি,
প্রাণে প্রাণে মিলি,
দোল এসে গেছে,
চলো রং খেলি।
এসো প্রিয়ে এসো,
এসো প্রাণে প্রাণে মিলি,
প্রাণের দুটি কথা বলি।
শীত গেছে সরে,
বসন্ত এসেছে দুয়ারে।।

নদীর আত্মকথা

(ভারত নদী মাতৃক দেশ। ভারতে প্রবাহিত নদী বিশেষ করে
মা গঙ্গার বৈশিষ্ট্য/মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে)

নদী, আমি নদী,
কত নামে তোমরা ডাক আমায়,
কখনো আদর করে,
কখনো বা চরিত্র বিচার করে,
কখনো হয়ে যাই তটিনী তরঙ্গিনী,
আবার কখন ও রাগ করে
ডাকো কল্লোলিনী প্লাবিনী।

জন্ম আমার শিব অংশে,
পাহাড়ে, পর্বতে বা গিরি শৃঙ্গে,
সমতলে আসি করিতে সাধন,
মানবের তথা জীবের কল্যাণ।

আমি স্রোতস্বিনী,
প্রকৃতির অনুগামিনী,
নহে আমি সাগর বা মহাসাগর,
সীমিত আমার জলাধার,
প্রকৃতির রুদ্র রূপ,
অবিরাম বর্ষণ,
অফুরন্ত জলরাশি
পারিনা করিতে ধারণ,
তাই প্লাবন।
আমি হয়ে যায় প্লাবিনী।
তাই বন্যা, ক্ষয় ক্ষতি প্রচুর,
আমি যে বাঁচাতে পারিনি।

আমার অক্ষমতা
প্রথমেই করিনু বর্ণন,
ভালো যে করি অনেক,
আমা বিনা জীবের যে
বাঁচেনা জীবন।
জলই জীবন, আমি যে করি দান,
ফল, ফুল, শস্য, অন্নের যত রূপ,
আমা বিনা হয় না ফলন৷

আমি এসেছি তোমাদের কাছে
নানা নামে নানা ছন্দে,
গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী,
সিন্ধু, কাবেরী ও নর্মদে৷

প্রবাহিত হয়েছি নিজ নিজ
নামে ভারত ব্যাপিয়া,
চলেছি অনাদি কাল হতে
অনন্ত কাল ধরিয়া৷

আমি নদী, তটিনী তরঙ্গিনী,
আমিই কল্লোলিনী স্রোতস্বিনী৷।
আমি প্রবাহিনী, শৈবালিনী
আমি নদী, তটিনী তরঙ্গিনী।

শিবেরে করিয়া তুষ্ট,
ভগীরথ আনিলে আমায় মর্ত্যে,
শিবের জটা হতে হইয়া নির্গতা,
আমি গঙ্গা, প্রবাহিনু " নিতি নৃত্যে"।

আমি পবিত্রতার মূর্ত প্রতীক,
কলঙ্ক নাই মম দেহে ও মনে,
আমার স্বকীয়তা, গৌরব গাথা
আমায় টানে তোমাদের পানে৷

সৃষ্টির লয় নাই,
আমার ও ক্ষয় নাই।
এই অবিরাম চলা
থামিবেনা কোন দিন,
কখনো উত্তাল হবো,
কখনো শান্ত রবো,
চলার উল্লাসে
চলি চিরদিন।

তোমাদের যত পাপ,
পাঁক আর জঞ্জাল
আমি যে ধুয়ে মুছে
নিয়ে যাই সাগরে,
সাগরের কল্লোল
প্রচণ্ড হুঙ্কারে তলিয়ে দেয়
অতলের গহ্বরে।

আমার পবিত্র জল ছাড়া হয়না
তোমাদের পূজা অর্চনা,
দেব দেবীর স্নান থেকে পূজার
যত আয়োজন
হয়না গঙ্গোদক বিনা।

পিতৃ পূরুষের তর্পণ,
পিণ্ড দান থেকে শবদাহ,
শাস্ত্রের বিধান মেনে
আমার ঘাটে হচ্ছে অহরহ।

আমরা তিন পুণ্যবতী,
আমি, যমুনা আর সরস্বতী,
মিলিত হয় এক যুগ পরে পরে,
সেই পূত সলিলে সিনান করিলে

ধুয়ে মুছে যাবে যত পাপ,
উন্মুক্ত হবে স্বর্গের দ্বার
তোমাদের তরে৷

স্বর্গের গঙ্গা, পুণ্য সলিলা,
নেমেছে যে মর্ত্যে,
আমি মা গঙ্গা, তটিনী তরঙ্গিনী,
প্রবাহিনু " নিতি নৃত্যে "।

প্রকৃতির রুদ্র রূপ (১)

আমি প্রকৃতির রুদ্র রূপ,
আমি অশান্ত, আমি নির্মম,
আমি তাণ্ডব, আমি ভয়ংকর,
আমি মহাকাল,
আমি সৃষ্টিরে করিতে চাহি ধ্বংস,
নির্মমতায় আমি কংস।
আমি প্লাবন, আমি বন্যা,
আমি ঝড়,
আমি মেঘের গর্জন,
আমি থামিতে জানি না,
আমি অবিরাম বর্ষণ,
ভাসাই জনপদ,
নদী নালা একাকার।
আমি সমুদ্রের গর্জন,
উত্তাল জলরাশি,
প্লাবিত করি নগর বন্দর।
মানুষের হাহাকার,
মৃত্যু অগনন,
প্লাবিত চারিদিক।
আমি প্লাবন, আমি ঝড়,
আমি প্রকৃতির রুদ্র রূপ,
সৃষ্টিরে করিতে চাহি ধ্বংস,
নির্মমতায় আমি কংস।।

প্রকৃতির রুদ্র রূপ (২)

আমি ভূমিকম্প,
আমি প্রকৃতির রুদ্র রূপ,
আমি সৃষ্টিরে করিতে চাহি ধ্বংস
নির্মমতায় আমি কংস।
আমি ভূমিকম্প,
আমি মেদিনী কাঁপাই,
চতুর্দিকে থরহরিকম্প।
হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে
বড় বড় বহুতল,
চাপা পড়ে বহু মানুষ,
গৃহপালিত গরু ও ছাগল।
আমি ভূমিকম্প,
আমি প্রকৃতির রুদ্র রূপ,
সৃষ্টিরে করিতে চাহি ধ্বংস,
নির্মমতায় আমি কংস।।

আমি সুনামি,
আমি প্রকৃতির রুদ্র রূপ,
আমি সৃষ্টিরে করিতে চাহি ধ্বংস,
নির্মমতায় আমি কংস।
আমি সমুদ্রে তুলি ঝড়।
সমুদ্রের গর্জন,
আচমকা সমুদ্রে আলোড়ন,
প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাস,
বিনা মেঘে বজ্রপাত,
সীমাহীন ক্ষতি,
সমূদ্রের ঢেউ
কেড়ে নিল অসংখ্য প্রাণ।
আমি সুনামি,
আমি প্রকৃতির রুদ্র রূপ,

সৃষ্টিরে করিতে চাহি ধ্বংস,
নির্মমতায় আমি কংস॥

প্রকৃতির রুদ্র রূপ (৩)

আমি ধস,
আমি প্রকৃতির রুদ্র রূপ,
আমি সৃষ্টিরে করিতে চাহি ধ্বংস,
নির্মমতায় আমি কংস।
আমি ধস,
আমি পাহাড়ে পাহাড়ে
নামায় ধস।
বহু পাহাড়ে পর্বতে
গড়ে উঠেছে জনবসতি।
প্রকৃতির অনিন্দ্য সুন্দর রূপ
চূড়া থেকে সূর্য্য দেবের
অপরূপ উদয় ও অস্তাগমনের দৃশ্য
আকর্ষণ করে বহু পর্যটক।
আমি প্রকৃতির রুদ্র রূপ
আচমকা নামায় ধস।
ঘর বাড়ী হয় ধ্বংসপ্রাপ্ত,
প্রাণহানি ঘটে প্রচুর।
আমি প্রকৃতির রুদ্র রূপ,
সৃষ্টিরে করিতে চাহি ধ্বংস,
নির্মমতায় আমি কংস।।
আমি আগ্নেয়গিরি,
আমি প্রকৃতির রুদ্র রূপ,
সৃষ্টিরে করিতে চাহি ধ্বংস,
নির্মমতায় আমি কংস।

আমি আগ্নেয়গিরি,
আমি অগ্ন্যুৎপাত করি।
অগ্নির লেলিহান শিখা

যেন চন্দ্র সূর্য্য করিবে গ্রাস।
অগ্ন্যুৎপাতের লাভা ও শিখা
আশে পাশের জনপদের
করে ক্ষতি অপূরণীয়।
আমি আগ্নেয়গিরি,
আমি প্রকৃতির রুদ্র রূপ,
সৃষ্টিরে করিতে চাহি ধ্বংস,
নির্মমতায় আমি কংস।।

বৃষ্টি

আকাশে হয়েছে মেঘের সঞ্চার,
বৃষ্টি নামিবে এইবার।
কখনো ঝিরি ঝিরি ধারে,
কখনো বা অঝোরে,
আকাশে হয়েছে মেঘের সঞ্চার,
বৃষ্টি নামিবে এইবার।

গ্রীষ্মের তাপ সহে না যে আর,
ফাটল ধরেছে মেদিনীর।
বৃষ্টির তরে চাষীর চোখে জল,
শুকিয়ে কাঠ মাঠের ফসল।
নদীনালা হয়েছে জল শূন্য বটে,
প্রাণীরা সব ওষ্ঠাগত নদী তটে।
আকাশে হয়েছে মেঘের সঞ্চার,
বৃষ্টি নামিবে এইবার।

আকাশে হয়েছে মেঘের সঞ্চার
বৃষ্টি নেমেছে এইবার।
কৃষকের দেহে এলো প্রাণ,
ফসল পাইবে জল,
বাড়িবে ফলন,
চিন্তা মুক্ত কৃষক পরিবার।
আকাশে হয়েছে মেঘের সঞ্চার,
বৃষ্টি নেমেছে এইবার।

সকলের শান্তি, গরম থেকে মুক্তি,
রিম ঝিম শব্দে নামিল যে বৃষ্টি।
আকাশে হয়েছে মেঘের সঞ্চার,

বৃষ্টি নেমেছে এইবার।

শ্রাবণের অবিরাম বর্ষণ,
আকাশের গুরু গুরু গর্জন,
ঘন মেঘের হয়েছে সঞ্চার,
ভারি বৃষ্টি নেমেছে এইবার।

আকাশে হয়েছে কালো মেঘের সঞ্চার,
ঝম ঝম শব্দে বৃষ্টি নেমেছে এইবার।
করেছে মোহময় এক জগতের সৃষ্টি,
প্রকৃতির অপরূপ রূপ এই বৃষ্টি।

শান্ত, স্নিগ্ধ, নিস্তব্ধ পরিবেশ,
কবি যে মগ্ন কবিতায়,
লেখক ব্যস্ত গল্প বা
উপন্যাস রচনায়,
প্রেমিকের হাতে টেলিফোন,
ব্যস্ত আলাপচারিতায়।
বৃষ্টি কি অপরূপ সৃষ্টি,
আকাশে হয়েছে মেঘের সঞ্চার,
বৃষ্টি নেমেছে এইবার।

আহা কি সুন্দর কি সুন্দর এই দিনটি,
আহা কি মিষ্টি কি মিষ্টি এই বৃষ্টি।
বৃষ্টিতে ভিজে আনন্দে নাচি,
জড়িয়ে ধরি বন্ধুরে,
চপচপে জামা, নেই যে থামা,
কি সুন্দর আহা রে।

আহা কি অপরূপ এই বৃষ্টি,
আহা কি সুন্দর এই দিনটি।

বৃ~ষ্টি, তুমি অপরূপ এক সৃষ্টি।
আহা বৃষ্টি, কি সুন্দর এই বৃষ্টি।।

বিদ্রোহী

আমি বিদ্রোহী,
আমি মানি না কোন মানা,
আমি মানি না কোন বাধা,
আমি মানি না কোন নিয়ম
আমি মানি না কোন কানুন।
আমি বিদ্রোহী,
আমি মানি না কোন শিষ্টাচার,
আমি তছনছ করি আকছার।

আমি বিদ্রোহী,
আমি আচমকা দিই হানা,
আমি মানি না কোন মানা।
আমি মানি না কোন শিষ্টাচার,
আমি তছনছ করি আকছার।

আমি বিদ্রোহী,
আমি হাওয়ার বেগে ছুটি,
আমি আকাশ চুমিতে চাই,
আমি এক লাফে পর্বত শৃঙ্গে উটি,
আমি গন্ধমাদন উপড়াই,
আমি বিদ্রোহী,
আমি মানি না কোন শিষ্টাচার,
আমি তছনছ করি আকছার।

আমি বিদ্রোহী,
আমি উল্কার বেগে ছুটি,
আমি উল্কাপাত করি,
আমি ধ্বংস করি সৃষ্টি।
আমি বিদ্রোহী,
আমি মানি না কোন শিষ্টাচার,
আমি তছনছ করি আকছার।

আমি বিদ্রোহী,
আমি ঝড়, আমি লণ্ডভণ্ড করি,
আমি সুনামি, আমি প্লাবিত করি,
আমি ভূমিকম্প, আমি মেদিনী কাঁপায়,
আমি আগ্নেয়গিরি, অগ্নির শিখা ছড়ায়।
আমি বিদ্রোহী,
আমি মানি না কোন শিষ্টাচার,
আমি তছনছ করি আকছার।

আমি বিদ্রোহী,
আমি হয়েছি ক্লান্ত, হবো না ক্ষান্ত।
ব্যর্থতা আমি মানি না।
আমি আসিবো আবার,
করিবো প্রহার।
আমি বিদ্রোহী হয়েছি ক্লান্ত,
হবো না ক্ষান্ত, আসিবো ফিরে বার বার।
আমি বিদ্রোহী,
আমি মানি না কোন শিষ্টাচার,
আমি তছনছ করি আকছার।।

প্রকৃতি

আমরা সবাই ধরিত্রী মায়ের সন্তান,
প্রকৃতি মা আমাদের মা যশোদা,
ভুলি না যেন তাঁর অবদান।

ঘুম ভাঙ্গে মোদের দোয়েল কোয়েল
ময়না তোতার সুমধুর তানে।
আছে যে আরো কত পাখি অপরূপ,
মাগো তোমার সুন্দর এই ভূবনে।

আধো আধো চোখে,
বাহিরিনু যবে,
তোমার সুবিশাল ফুলের বাগানে,
কত রঙের কত গন্ধের ফুলের সম্ভার,
সাজিয়ে রেখেছ মা অতি সযতনে।

ফুল যে রয়েছে সারি সারি।
শিউলি, গোলাপ, জুঁই, মালতী,
চম্পা আর মল্লিকা।
কাকে রাখি কাকে ছাড়ি?
ওপাশ থেকে বলছে ওরা,
"আমরা ও আছি"।
হাসনা হেনা, রজনী গন্ধা,
বেলি,গন্ধরাজ আর পদ্ম।

আছে শয়ে শয়ে,
বিরাট নামের ফর্দ।
আমরা সবাই ধরিত্রী মায়ের সন্তান,
প্রকৃতি মা আমাদের মা যশোদা,
ভুলি না যেন তাঁর অবদান।

সূর্য্য দেবের উদয় মাগো,
সমুদ্রে বা পাহাড়ের চূড়ায়,
কি যে এক মোহময় সৌন্দর্য্য ছড়ায়।
একই দৃশ্য দেখি অস্তাচলের বেলায়।
মাগো মহিমা তোমার
করিতে নারি বর্ণন।
সূর্য্যের সেই আলো
ছড়ায় ধানের শীষে
সোনার আবরণ।

মাগো তোমার সুনীল আকাশ,
মলয় বাতাস,
জুড়ায় মোদের দেহ মন,
তোমার শান্ত নদীর জল,
তপ্ত শরীরে দেয় স্বস্তির প্রলেপণ।
আমরা সবাই ধরিত্রী মায়ের সন্তান,
প্রকৃতি মা আমাদের মা যশোদা,
ভুলি না যেন তাঁর অবদান।

মাগো, তোমার সবুজ শস্য ক্ষেত,
গাঢ় সবুজ বনানী,
তুমি অপরূপা ওগো মা জননী,
তোমার রূপের মোহিনী মায়ায়,
আমরা সবাই অবাক
বিস্ময়ে তাকিয়ে রয়।

মাগো, তোমার হরেক রকমের
ফলের ভাণ্ডার,
আম, জাম, নারিকেল, লিচু ও কাঁটাল,
আপেল, কমলা, কলা আর তাল।
শাক সবজির কথা কি আর বলি,
হরেক রকম, হরেক প্রকার।
খাদ্য শস্য অগুনতি,

মা তুমি সম্পূর্ণা,
তুমিই যে মা অন্নপূর্ণা।
করুণা তোমার অপার।

দিবা অবসানে, সান্ধ্য লগনে,
হাতছানি দেয় যবে চাঁদ মামা,
কত তারা ভাতিছে গগনে?
জানিতে চাহি মা তোমার কাছে।
অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি
তোমার ঐ শশী তারকার পানে,
ঘুমের দেশে যাই মা চলে
তোমার ঘুম পাড়ানি গানে।।

আমরা সবাই ধরিত্রী মায়ের সন্তান,
প্রকৃতি মা আমাদের মা যশোদা,
ভুলি না যেন তাঁর অবদান।।

অকাল বোধন

শ্রাবণের বরষণ শেষে,
প্রকৃতি সেজেছে শরতের সাজে,
বুঝি মনের হরষে,
রূপসীর বেশে,
এসেছেন মা জননী৷
কি অপরূপ শোভায়
শোভিছে এই ধরণী৷৷

মাঠে মাঠে কাশ ফুলের শোভা,
যেন মায়ের শ্বেত শুভ্র
শাড়ির আঁচল,
হাওয়ায় দুলিছে, মনোলোভা৷
কি অপরূপ সাজে
সেজেছে মা জননী,
আহা কি সুন্দর এই ধরণী৷

নীল অম্বরে সাদা মেঘের ভেলা,
পথে প্রান্তরে বাহারি ফুলের মেলা৷
শিউলি ফুলের গন্ধ,
মনে আনে আনন্দ,
মায়ের আগমনে
সেজেছে ধরণী অপরূপ সাজে,
আকাশে বাতাসে
মায়ের আগমনী গান বাজে৷

আপেল, আঙ্গুর, চেরীও নাশপাতি,
ফলের ভাণ্ডার,
শিউলি, শেফালী, গাঁদা

আর চন্দ্রমল্লিকার সম্ভার,
সরোবারে সরোবরে
শাপলা আর পদ্মের সমারোহ,
প্রকৃতি মায়ের দান।
আকাশে বাতাসে বাজিছে
আগমনী গান।

শরৎ কালে প্রকৃতি মায়ের অবদান,
সাজিয়ে রেখেছেন পূজা প্রাঙ্গণ,
সিংহ বাহিনী মায়ের আগমন,
অচিরেই আসিছে সেই শুভক্ষণ।

পিতৃ পক্ষের শেষ,
অমাবস্যা তিথির পূণ্য লগন,
গঙ্গায় ভিড় অগণন,
স্নান সেরে করিছে পিতৃ তর্পণ।

গঙ্গা সকাশে কলা বউ স্নান,
ঘোষিছে মায়ের আগমন।
শঙ্খ নিনাদে, ঢাকের বাদ্যে
মুখরিত চারিধার।
শুভ মুহুর্তে বোধন এইবার।

মা এসেছেন বাপের বাড়ি সপরিবারে,
শিব শংকর দেখছেন বসে উপরে,
লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ,
আছেন বসে মায়ের দুই পাশে,
মায়ের পুজোর আয়োজন
হলো অবশেষে।

সপ্তমী কাটিল আনন্দে,
মহাষ্টমী মহা আনন্দে,
নবমীর দিবা অবসানে
রাত্রি আসিল বিচ্ছেদের তানে।
অবাঞ্ছিত রাত পোহাতে না চায়,
দশমী আসিল তাও, মায়ের বিদায়।
বিদায় দিতে মন যে না চায়,
বছর পরে আবার এসো মা হেথায়।

শ্রী রামের অকাল বোধন
শরতকে করেছে মহান,
শ্বেত শুভ্র নীল আকাশ,
শান্ত স্নিগ্ধ মলয় বাতাস,
প্রকৃতির অপরূপ রূপ
শরতকে করেছে মহান,
শরৎ কাল সত্যিই মহান।।

যুদ্ধ

কেন যুদ্ধ, কেন ধ্বংস,
কেন শক্তির আস্ফালন???
যুদ্ধ!
আনিবে মৃত্যু, আনিবে দুঃখ,
দুঃসহ হইবে জীবন।
বন্ধ হোক যুদ্ধ।
শান্তিতে বাঁচুক
ধরিত্রী মায়ের সন্তান।

বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ
হোক জাগরিত,
এসো পার্সিও জৈন,
এসো খ্রিস্টান,
এসো বৌদ্ধ,
এসো হিন্দু মুসলমান।
হও একত্রিত,
করো হানাহানির অবসান।

হে শক্তিধর ও উন্নত ভাই,
প্রযুক্তিতে হয়েছো মহান।
পাঠিয়েছ চন্দ্রযান,
হয়েছে সেথায় মানবের অবতরণ।
দৃষ্টান্ত হোক ভাইদের,
তারা ও চালাক প্রচেষ্টা,
উন্নত হোক তাদেরও মান।

বিভেদ থাকিতে পারে,
হতে পারে মতের অমিল।
পরিবারের সদস্যদের

বোঝাপরায় হতে হবে
সমান যত্নশীল।

পারমাণবিক বোমার
নাহি প্রয়োজন।
প্রযুক্তিতে হও আরো উন্নত,
করো মানবের
কল্যাণ সাধন।

বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ হোক জাগরিত,
বলো: যুদ্ধ নয়, শান্তি চায়,
আমরা ভায়েরা সব একমত।।
ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি।।

ভিখারি

সোনামনি, যেও না ওধারে,
ভিখিরি যে এক আছে বসে,
জামা তোমার নোংরা হবে
ঘেঁষলে তার পাশে।

হেই, দেখছিস নারে তুই?
খুকু যে যাচ্ছে ওদিক
নতুন পোশাক পরে।
আজ যে তার জন্মদিন
পালন হবে ঘটা করে।।

ভিখিরি বলে, ওহ্ তাই বুঝি
বাপ আমার?
দশটা টেকা দেও না তবে,
মঙ্গল হবে মেয়ের তোমার।

কি বললি, দশ টাকা?
সাহস তো তোর কম নয়।
পায়ে ঠেলে গেলেন চলে,
অবাক ভিখিরি, তাকিয়ে রয়।

ওরে মূঢ়, চিনলি নে তুই তারে,
সে যে নর নারায়ণ!
অহংকারে অন্ধ যে তুই
চিনবি কেমন করে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

আজ আন্তর্জাতিক ভাষা দিবসে এক প্রবৃদ্ধ বাঙালির নিবেদন সমস্ত বাঙালি জাতির উদ্দেশে আত্মসমালোচনার জন্য।
জন্ম সূত্রে পূর্ব বঙ্গের অধুনা স্থায়ী বাস পশ্চিম বঙ্গ।
স্মৃতিতে উজ্জ্বল ১৯৪৭ এর দেশ বিভাগ। পরবর্তী কালের দাঙ্গা। ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন। ধর্ম ভাষা আন্দোলনকে বিভাজিত করেনি। যে আন্দোলন আন্তর্জাতিক মান পেয়েছে, সে মানে গর্বিত প্রতিটি বাঙালি। আমি ও গর্বিত।
দেশ এখন আলাদা, ধর্ম যার যার আলাদা, কিন্তু জাতি যে এক ও অভিন্ন। ভাষা যে এক ও অভিন্ন, মাতৃ ভাষা। তাই বলি:-

কবিগুরুর ভাষা ও নজরুলের ভাষায় অমিল কোথা কি পাও?
কেন তবে বাঙালি ভাষাকে
কলুষিত করিতে চাও?
লালনের দেশে জন্ম যাদের
তারা কি তবে গর্বিত নও?

ধর্ম যে যার পৃথক পৃথক,
ভাষা যে মোদের এক।
ছেড়ে হানাহানি
প্রানে প্রানে টানি,
বলিতে চাই বাঙালি তুমি ও,
বাঙালি যে আমি ও।
আমি সমীরণ, তুমি ইমরান,
বিভেদ কোথায় হে খোদা,
হে ভগবান।
অন্তরের বন্ধু তুমি রইলে ওপারে,
আমি এলাম চলে এপারে।
ভাবি বসে তুমি আছো
শত যোজন দূরে,
আমি আছি এই সুদূরে।
প্রাণের ভাষায় কথা হয় আজও বৈদ্যুতিন তারে।

ভাষা যে এক,
বন্ধুত্বের টান অন্তরে৷
চাহিনা আমি, বুঝিনা আমি, বিভেদ কোথায়
হে অন্তর্যামী চাহিনা বুঝিতে এপার ওপার কেন বিভেদে জড়ায়?
শান্তির বাণী শিখিয়েছে যে বাঙালি,
সে কেন মত্ত পাশবিকতায়??
রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, লালনেরে হে বাঙালি করো না অসম্মান,
ভুগিতে হইবে হে বাঙালি,
জেনে রেখো পাবে তার প্রতিদান৷৷

দার্জিলিং

দার্জিলিং, আহা কি অপরূপ
শোভা তোমার,
আহা কি মনোমোহিণী
রূপের বাহার।
ওগো মোর মনহরণী হরিণী
সঁপেছি তোমারে প্রাণ মন,
আমি যে চোখে হারাই
তোমারে অনুখণ।
সূর্য্যের প্রথম কিরণ
করিছে তোমার শোভা বর্ধন,

তুমি কুয়াশার চাদর পাতিয়া
করিছো মোদের মন হরণ।
কত রঙিন পাহাড়ি ফুলের মালায়
রানীর সাজে আছো বসে পাহাড়ের চূড়ায়,
তুমি সুন্দরী পাহাড়ি কন্যা,
তোমারে ভুলিতে পারিনা,
তুমি অনন্যা।
তোমার টানে ঘুরে ঘুরে আসি,
তোমার প্রেমে মত্ত আমি পরবাসী,
ওগো মোর মনহরণী হরিণী
সঁপেছি তোমারে প্রাণ মন,
আমি যে চোখে হারাই তোমারে অনুখন।